বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
www.brta.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
www.brta.gov.bd

-ঃ সূচিপত্র ঃ-

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	প্রথম অধ্যায়	
১.	● ভুমিকা, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ১৬টি কার্যাবলি ● বিআরটিএ ভবন, বিআরটিএ'র জনবল, শূণ্য পদের তথ্য ও বিবরণী ● সুশাসন, গনশুনানী, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, এসডিজি ● জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর অগ্রগতি ও অবস্থান, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ● নিরাপদ সড়ক দিবস, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার, আইন, বিধি ও নীতিমালা, উত্তম চর্চা	০০ ০০
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
২.	বিআরটিএ'র উলেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রমঃ বিআরটিএ'র বিভিন্ন অনলাইন সেবাঃ ● ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও পরিচালনা, বিএসপি প্রবর্তন ● রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান এবং রাইডারদের অনলাইন আবেদন ● অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায় ● ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি), শ্রেণিভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযান ● মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ ● হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন ● মোটযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও সংযোজন ● রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন ● মোটরযান ব্যবহার জনিত অগ্রিম ও অনুমিত আয়কর এবং ভ্যাট সহ রাজস্ব আদায় ● মোবাইল কোর্ট (ভ্রাম্যমাণ আদালত) পরিচালনা ● রোড সেফটি সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম ● পেশাজীবী গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন ও ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স	০০ ০০
	তৃতীয় অধ্যায়	
৩.	● জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিআরটিএ'র উলেখযোগ্য কার্যক্রম; ● স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে উলেখযোগ্য কার্যক্রম	০০ ০০
	চতুর্থ অধ্যায়	
৪.	২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে সম্পাদিত বিআরটিএ'র উলেখযোগ্য কার্যক্রমঃ ● হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ক্রয় ● হেড অফিসে 'বায়োমেট্রিক উপস্থিতি' সিস্টেম চালু ● সকল শাখা অফিসে 'বায়োমেট্রিক উপস্থিতি' সিস্টেম চালু ● হেড অফিস হতে সার্কেল অফিসের দাপ্তরিক কাজ মনিটরিং ● ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ক্রয় ● LED সাইনবোর্ড নির্মাণ এবং কনফারেন্স রুমের জন্য ০২ টি স্মার্ট টিভি ক্রয় ● বিআরটিএ ভবনের সামনে LED ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন ● ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি অটোমেশন ● সাম্প্রতিক সময়ে চালুকৃত অন্যান্য সেবাসমূহ ● মোটরযান চালকদের ডোপ টেস্ট শুরু করার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন ● বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণ, বিস্তার রোধ ও প্রতিকারে গৃহীত কার্যক্রম ● একনজরে ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের চিত্র ● ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা, চ্যালেঞ্জসমূহ	০০ ০০
	পঞ্চম অধ্যায়	
৫.	● সংযুক্তিঃ বিআরটিএ সদর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য, সিটিজেন চার্টার, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	০০ ০০

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২
www.brta.gov.bd

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রকাশক
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

নির্দেশনায়
জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বিআরটিএ

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা
জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম
পরিচালক (প্রশাসন) (যুগ্মসচিব), বিআরটিএ

সম্পাদনা সহযোগী

জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, উপপরিচালক (প্রশাসন) (উপসচিব), বিআরটিএ।
জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ।
জনাব এ.এইচ.এম. আনোয়ার পারভেজ, সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, বিআরটিএ।

প্রথম অধ্যায়

- ভুমিকা, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ১৬টি কার্যাবলি
- বিআরটিএ ভবন, বিআরটিএ'র জনবল, শূণ্য পদের তথ্য ও বিবরণী
- সুশাসন, গনশুনানী, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, এসডিজি
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর অগ্রগতি ও অবস্থান, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ)
- নিরাপদ সড়ক দিবস, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার, আইন, বিধি ও নীতিমালা, উত্তম চর্চা

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। বিআরটিএ'র উলেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুটপারমিট, সরকারি গাড়ি মেরামতের পরিদর্শন রির্পোট প্রদান, দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি পরিদর্শন ইত্যাদি, যা সড়ক নিরাপত্তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। বিআরটিএ'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি এর কার্যক্রমে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উন্নত ধ্যান ধারণার সমন্বয় ঘটিয়ে সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সীমিত সংখ্যক লোকবল নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল কার্যক্রমের সুফল হিসেবে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (bsp.brta.gov.bd) এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স, রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট এবং রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের আবেদন ঘরে বসে দাখিল ও ঘরে বসেই সার্টিফিকেট প্রিন্ট করতে পারছেন। এই সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহকগণ অনলাইনে হাইসিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ও মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল করতে পারছেন। মোবাইল মেসেজ (এসএমএস) এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের বায়োমেট্রিক প্রদান ও সার্টিফিকেট সংগ্রহের এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে, মোটরযানের রেট্রো-রেফ্লেক্টিব নাম্বারপ্লেট ও আরএফআই-ডি ট্যাগ প্রস্তুতের স্ট্যাটাস জানতে ও সংযোজনের এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে পারছেন। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রিন্টিং স্ট্যাটাসও জানতে পারছেন। গ্রাহকগণ বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে (www.brta.gov.bd) গিয়ে ফি ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে মোটরযানের অগ্রিম আয়কর, ট্যাক্সটোকেন ও ফিটনেস ফি'র পরিমাণ জানতে পারছেন এবং VISA/ MASTER/ AMERICIAN XPRESS/ DBBL NEXUS CARD ও মোবইল ব্যাংকিং ROCKET/bKash এর মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি প্রদান করতে পারছেন। এছাড়া, মোটরযানের মালিকগণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাদের মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে ফিটনেস ও ট্যাক্সটোকেনের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া এবং ফি'র পরিমাণ জানতে পারছেন। ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয় করে মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, রুটপারমিট ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজ করার পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের হার কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

বিআরটিএ'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও দক্ষ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা; সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কারিগরি ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ চালক সৃষ্টি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ । ১৯৮৭ সনে মোট ২৯১ জনবল নিয়ে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরি-টি'র (বিআরটিএ) যাত্রা শুরু হয়, সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে এর জনবল হচ্ছে ৮২৩ জন। বিআরটিএ গঠনের সময় ১৯৮৭ সালে বিআরটিএ কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিলো ১৮ (আঠারো) কোটি টাকা; ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিআরটিএ কর্তৃক সর্বমোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩৫৪৩.৭৬ কোটি টাকা। এ সময়ে বিআরটিএ কর্তৃক সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৯৬ গুণ। বিআরটিএ গঠনকালে সারাদেশে নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার এবং মোটরযান চালকের সংখ্যা ছিলো ১ লক্ষ ৯০ হাজার। বর্তমানে (৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত) দেশে নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা ৪৭,৭৬,৯৪৪ (সাতচলিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার নয়শত চুয়ালিশ) এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী মোটরযান চালকের সংখ্যা ৩৭,৬৩,১৭৪ (সাইত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার একশত চুয়াত্তর)। নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২৭ গুণ।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই ও আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দালাল মুক্ত পরিবেশে গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে বিআরটিএ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিআরটিএ বিএসপি পোর্টালের মাধ্যমে মোবাইল এসএমএস সহ সামাজিক অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রাহককে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। দ্রুত শতভাগ সেবা ডিজিটালাইজ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সার্কেল অফিসের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে এবং এর কার্যক্রমে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। বিআরটিএ'র কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের মধ্যে ০৩ জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে সার্বক্ষণিকভাবে ঢাকার ০৩ টি সার্কেলে দালালমুক্ত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকল্পে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কোন প্রকার গ্রাহক হয়রানী বা দালালের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গেলে কিংবা দায়িত্ব পালনকালে কোন দালাল ধরা পড়লে তাদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক তাৎক্ষনিক সাজা দেয়া হচ্ছে। দালালদের দৌরাত্ম্য, অফিসের কাজে দালালদের সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংশ্লেষ ও আর্থিক লেন-দেন এর সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে গ্রাহক বা সেবা গ্রহীতার কাছ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে দায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর

আইনানুগ ব্যবস্থা সহ বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহন করা হচ্ছে।

রুপকল্প (Vision) ঃ

ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃংখল, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বিআরটিএ'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- ➤ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, সুশৃঙ্খল ও দক্ষ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- ➤ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব করে গড়ে তোলা;
- ➤ সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কারিগরি ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ চালক সৃষ্টি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ

বিআরটিএ'র ১৬টি কার্যাবলি ঃ

- ➤ মোটরযান চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর লাইসেন্স, রুটপারমিট ইত্যাদি প্রদান;
- ➤ মোটরযান পস্তুতকারী ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান ওয়ার্কশপ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল, মোটরযান দূষণ পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- ➤ যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সার্ভিস কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ;
- ➤ সরকারি মোটরযান মেরামত ও অকেজো ঘোষণার নিমিত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;
- ➤ সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরযানের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান
- ➤ সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ;
- ➤ ট্রাফিক চিহ্ন, সংকেত, গতিসীমা ইত্যাদি নির্ধারণ;
- ➤ ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) অধিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় সমন্বিত রুটনেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ➤ মোটরযানের টাইপ ও শ্রেণির নমুনা অনুমোদন এবং তদনুযায়ী নির্মাণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ;
- ➤ মোটরযানের এক্সেল লোড ও ওজনসীমা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- ➤ আঞ্চলিক পরিবহণ কমিটি গঠন ও ইহার কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;
- ➤ মোটরযানের কর ও ফি আদায় এবং সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযানের ফি নির্ধারণ;
- ➤ গণপরিবহণের ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন;
- ➤ যে কোন এলাকা বা অধিক্ষেত্রের মধ্যে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযান ও গণপরিবহণের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- ➤ উপরি-উক্ত কোন বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন কাজ; এবং
- ➤ সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো আইন, বিধি, প্রবিধান দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

বিআরটিএ'র ভবন ঃ

বর্তমান সরকার ঢাকার বনানীতে সেতু ভবন সংলগ্ন সরকারী জায়গায় বিআরটিএ স্থায়ী সদর কার্যালয়ের জন্য ৩টি বেইজমেন্টসহ ১৫তলা বিশিষ্ট 'বিআরটিএ ভবন' নির্মাণকাজ অনুমোদন প্রদান করে। বিআরটিএ'র নিজস্ব স্থায়ী ভবনের আনুষ্ঠানিক নির্মাণ কাজ

৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে আরম্ভ হয়। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি উক্ত নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন । জুন ২০১৮ মাসে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। অবকাঠামো ও বিশেষ স্থাপনা বিবেচনায় ঢাকা শহরের সরকারী ভবনগুলোর মধ্যে নবনির্মিত 'বিআরটিএ ভবন' অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গত ০১-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বিআরটিএ ভবন শুভ উদ্বোধন করা হয়। ৬৮টি মোটরযানের পার্কিং ধারণক্ষমতা এবং ৯৪,৯৩৪ বর্গফুট ফ্লোর এরিয়া বিশিষ্ট এ ভবনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ছিল কুশলী নির্মাতা লিমিটেড এবং বাস্তবায়নকারী ছিল সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। এ নতুন ভবন নির্মাণে বিআরটিএ'র মোট ব্যয় হয়েছে ৭,৪১৫.৫২ লক্ষ টাকা। স্থায়ী সম্পতি হিসাবে সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠানের সদর কার্যলয়ের 'বিআরটিএ ভবন' নির্মাণের কারণে বিআরটিএ'র কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিআরটিএ ভবন হতে ৭৭ টি সার্কেল অফিসের দাপ্তরিক কাজ মনিটরিং করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সিস্টেম, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ক্রয়সহ ভবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও গ্রাহকবান্ধব করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

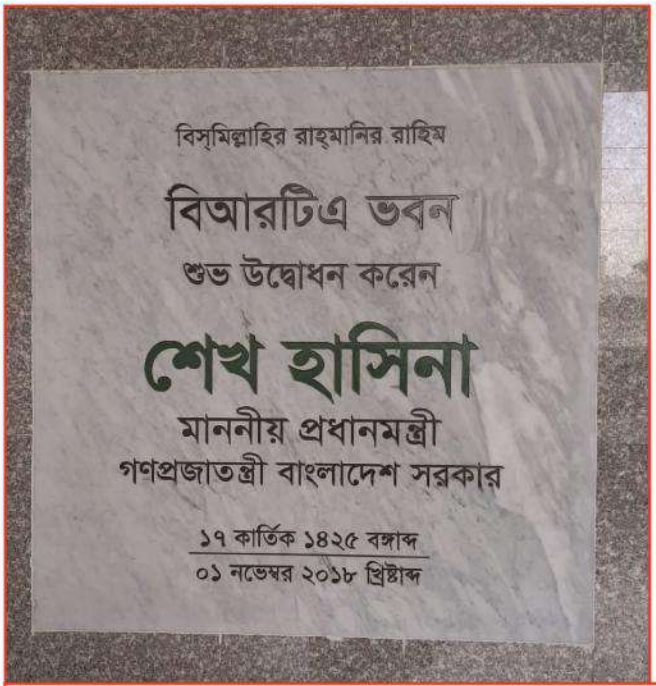

বিআরটিএ ভবনের ছবি

বিআরটিএ'র জনবল, শূণ্য পদের তথ্য ও বিবরণী ঃ

১৯৮৭ সনে মোট ২৯১ জনবল নিয়ে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি'র (বিআরটিএ) যাত্রা শুরু হয়, সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে এর জনবল হচ্ছে ৮২৩ জন। বিদ্যমান জনবল, শূণ্য পদের তথ্য ও বিবরণী নিম্নরূপঃ

শ্রেণি	মোট	কর্মরত			মোট কর্মরত	মোট শূন্য	শূন্য			মোট শূন্য	সংরক্ষিত
		সরাসরি	পদোন্নতি	প্রেষণ			সরাসরি	পদোন্নতি	প্রেষণ		
১ম	১৪৯	৪৪	৫২	২১	১১৭	৩২	৯	২২	১	৩২	০
২য়	১৬৩	৫১	৭৩	০	১২৪	৩৯	২৯	১০	০	৩৯	২
৩য়	৩৮৬	২৬৪	৯১	০	৩৫৫	৩১	২৮	৩	০	৩১	৩
৪র্থ	১২৫	১০৪	২	০	১০৬	১৯	১৬	৩	০	১৯	১
মোট	৮২৩	৪৬৩	২১৮	২১	৭০২	১২১	৮২	৩৮	১	১২০	৬

জনসাধারণকে দ্রুততম সময়ে উন্নততর সেবা প্রদান নিশ্চিতকল্পে ও সড়ক পরিবহন সেক্টরে রাজস্ব ফাঁকি রোধসহ শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকল্পে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ে ৮৯৭টি, বিভাগীয় কার্যালয়ে ২০১টি, মেট্রো সার্কেল কার্যালয়ে ২৭১টি এবং জেলা কার্যালয়ে ৯১৩টি সর্বমোট ২২৮২ (দুই হাজার দুইশত বিরাশি) টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে গত ০৩.১২.২০২০ খ্রিঃ তারিখে ০৫.০০.০০০০.১৫৮.১৫.০৩০.১৯-২২৮ স্মারকমূলে ৩১৫ টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২১১টি পদের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবা ক্রয়ের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সম্মতিকৃত ৩১৫টি পদের প্রস্তাবনা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

সুশাসন

সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগনের হয়রানি হ্রাস, গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৭, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি বিধান/নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিআরটিএ'র কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন, মানসম্মত নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহনের নিমিত্ত ২৩/৮/২০২০ তারিখ হতে 'বায়োমেট্রিক উপস্থিতি' সিস্টেম চালু করা হয়েছে। প্রতিটি শাখা ভিত্তিক স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুসরণ পূর্বক নথিপত্র উপস্থাপন, নিস্পত্তি এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বিআরটিএ'র সার্কেল সমূহের কাজ যথাযথভাবে পালন, গ্রাহক হয়রানী ও আর্থিক লেন-দেন বন্ধ করতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দালাল মুক্ত পরিবেশে জনসেবা নিশ্চিত করতে বিআরটিএ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিআরটিএ বিএসপি পোর্টালের মাধ্যমে মোবাইল এসএমএস সহ সামাজিক অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রাহককে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। ভবিষ্যতে দ্রুত ১০০ ভাগ সেবা ডিজিটালাইজ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বিআরটিএ'র ০৩ জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে সার্বক্ষণিকভাবে ঢাকার ০৩ টি সার্কেলে দালালমুক্ত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকল্পে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কোন প্রকার গ্রাহক হয়রানী বা দালালের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গেলে কিংবা দায়িত্ব পালনকালে কোন দালাল ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক তাৎক্ষনিক সাজা দেয়া হচ্ছে। দালালদের দৌরাত্ম্য, অফিসের কাজে দালালদের সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংশ্লেষ ও আর্থিক লেন-দেন এর সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে গ্রাহক বা সেবা গ্রহীতার কাছ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে তাৎক্ষনিক দায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের স্বার্থে ঢাকা মেট্রো সার্কেলের সিসি ক্যামেরার এন্ট্রিতে সকল পরিচালক / সচিব এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দালাল মুক্ত পরিবেশে গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করা এবং নিয়মিত কাজ মনিটরিং করার স্বার্থে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ের সকল পরিচালক/সচিব প্রতিমাসে ২ (দুই) বার ঢাকা মেট্রো সার্কেল (১/২/৩) সরেজমিনে পরিদর্শন করে মতামত/সুপারিশ সহ রিপোর্ট দাখিল করে থাকেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট নিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা: ১৪টি। তন্মধ্যে, চাকুরীচ্যুত (চাকুরী হতে বরখাস্ত) ২ জন, অব্যাহতি প্রদান ৪ জন,অন্যান্য দন্ড প্রদান করা হয় ৮ জনকে।

গণশুনানী

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও সাধারন জনগনের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণশুনানী পরিচালিত হয়। বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে ও তাঁর নেতৃত্বে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ০৪টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও বিআরটিএ বিভাগীয় উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) গণ কর্তৃক বিভাগীয় পর্যায়ে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা মেট্রো সার্কেলে বিআরটিএ চেয়ারম্যান এর গনশুনানী

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) তে অনলাইন গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (GRS) চালু রয়েছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কেউ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরের কর্মকান্ডের উপর অভিযোগ উত্থাপন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআরটি-এর প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ৪টি সার্কেল অফিস ও চট্টগ্রামের ৩টি সার্কেল অফিসে হেল্পডেস্ক ও অভিযোগ বাক্স রয়েছে। বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে Queries and Complaints Link এবং বিআর-টিএ'র প্রধান কার্যালয় ও সকল সার্কেল অফিসের ফেসবুক পেইজ চালু রাখা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে ও খতিয়ে দেখে দ্রুত নিস্পত্তি করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হয়। বিআরটিএ'র অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে এ অথরিটির সচিব নিয়োজিত রয়েছেন। তাছাড়া সকল বিভাগীয় অফিস ও সার্কেল অফিস সমূহে সাপ্তাহিক গণশুনানির মাধ্যমে গ্রাহকগণের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়ছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিস্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিআরএস-এর আওতায় বিআরটিএ-তে ৩২টি অভিযোগ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৮টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে, অনিস্পন্ন আছে ৪টি।

এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট)ঃ

United Nations Decade of Action for Road Safety ২০১১-২০২০ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ২০৩০ এর Goal-3.6 অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে কাজ করছে। এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে বিআরটিএ কর্তৃক গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পেশাজীবি গাড়ীচালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নকালে প্রশিক্ষণ প্রদান বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৬,০৮৮ জন পেশাদার চালককে বিআরটিএ কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত বিভিন্ন প্রকার ৪,৮৮২,৯৫২টি লিফলেট ও ৫,২৮,৩৫০ টি স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে। বিআরটিএ কর্তৃক মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিআরটিএ'র ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেলে ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার (VIC) স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৭টি বৃহত্তর জেলায় ভিআইসিসহ মাল্টিপারপাস ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৮ কোটি মানুষ, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীকে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ এবং এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশের সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক "প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত গবেষণা, জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৪) বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর অগ্রগতি ও অবস্থান

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়, বিভাগীয় অফিস এবং সার্কেল অফিসসমূহে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে নৈতিকতা কমিটির ০৪ (চার) টি সভা এবং ০৪ (চার) টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ এর বিধানুসারে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা চালুর পর ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এপিএ সংক্রান্ত সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমেও অর্জন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-গত ২৭/৬/২০২১ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এবং সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর পূর্বে ২৪/৬/২০২১ তারিখে অনলাইনে বিআরটিএ'র ০৭ জন বিভাগীয় উপ-পরিচালক (ইঞ্জিঃ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা এবং চেয়্যারম্যান বিআরটিএ'র সাথে বিভাগীয় উপপরিচালক (ইঞ্জিঃ) গণের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

নিরাপদ সড়ক দিবস

জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ০৫ জুন ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সরকার ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। "খ" শ্রেণির দিবস হিসাবে সড়ক নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রতিবছর দেশব্যাপী দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে। ২২ অক্টোবর, ২০২০ জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন ঢাকা-তে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত থেকে মুল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি। 'মুজিববর্ষের শপথ, সড়ক করবো নিরাপদ' প্রতিপাদ্য নিয়ে ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ৪র্থ বারের মত জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। বিআরটিএ সারাদেশের জেলা সদরের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে গণসচেতন-তামূলক র‍্যালি ও সমাবেশ আয়োজন করে থাকে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এ বছর র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, ২০২০ উদ্বোধন

জতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২০ এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য।

জতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২০ এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে
সরকারের বিভিন্ন সংস্থা'র উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজনের অংশগ্রহণ।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার

বিআরটিএ'র গ্রাহক সেবার বিভিন্ন কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে সেবার মান ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে: স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, মোটরযান কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আদায়, মোটরযানে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ ও রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, বিভিন্ন সেবা গ্রহণের জন্য SMS এর মাধ্যমে গ্রহীতাকে অবহিত করা ইত্যাদি। এছাড়া, মোটরযানের ফিটনেস কার্যক্রমে সময়ক্ষেপণ ও ভিড় এড়াতে অনলাইনে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, অন-লাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর আবেদন দাখিল ও বায়োমেট্রিক্স এর এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, অনলাইনে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) bsp.brta.gov.bd এর মাধ্যমে মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন গ্রহণ এবং অন-লাইনে প্রদেয় সেবাসমূহ পেতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআরটিএ'র কলসেন্টার (১৬১০৭) চালু করা হয়েছে।

আইন, বিধি ও নীতিমালা ঃ

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিরাপদ ও উপযোগী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইনস সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমান সরকার কর্তৃক যুগোপযোগী আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইনস নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

- সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (০১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে কার্যকর)।
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ (০১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে কার্যকর)।
- রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা ২০১৭।
- বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ (সংশোধিত ২০১৬)।
- ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০।
- ইলেক্ট্রিক মোটরযান নিবন্ধন প্রদানের নিমিত্তে ১০ মার্চ ২০২০ তারিখের মোটরযান বিধিমালা ১৯৮৪-এর সংশোধন।
- সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ধারা ১২৪ (১) (থ) এর ক্ষমতাবলে সরকার গত ৫ জানুয়ারি ২০২০ হতে ভাড়ায় চালিত নহে এরুপ মোটরকার, জীপ ও মাইক্রবাসের ক্ষেত্রে তৈরীর সন হতে ৫ (পাঁচ) বছর এবং পরবর্তীতে প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর ফিটনেস নবায়নের কার্যক্রম চালু করেছে।
- বিআরটিএ'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলী ও পদায়ন গাইডলাইন-২০১৮ প্রণয়ন।
- সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর অধীনে বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া সড়ক পরিবহন বিধিমালা-২০২১ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়েছে।

উত্তম চর্চা

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কর্তৃক উত্তম চর্চা হিসেবে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- বিভাগীয় ও জেলা সার্কেল অফিসের সম্মুখভাগে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- অসুস্থ, বৃদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিএ মিরপুর সার্কেল অফিসে ব্যাংকের পৃথক কাউন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- ড্রাইভিং লাইসেন্স সেবা প্রার্থীদের জন্য বিআরটিএ মিরপুর সার্কেল অফিসের দর্শনীয় স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণের প্রয়োজনীয় শর্ত ও তথ্যাবলী প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- বিআরটিএ মিরপুর সার্কেল অফিসে হেল্প ডেস্ক ও ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বৎসর জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা দিবস পালন করা হচ্ছে।
- বিআরটিএ'র ফেসবুক পেজের মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন পশ্নের উত্তর দেয়া হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা হয়। বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় অফিসসমূহে Facebook page খোলা হয়েছে। Facebook- এর মাধ্যমে জনগণ তাদের সমস্যা ও পরামর্শ কর্তৃপক্ষের নজরে আনছেন এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাগণ গুরুত্বের সাথে সেসব বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। Facebook এর মাধ্যমে গ্রাহক থেকে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে যা সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

- টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআরটিএ'র ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা শুরু হয়েছে। ২০২-২১ অর্থবছরে প্রায় ৪,৫৬,৫৪,৭২০/ টাকার ৫ টি ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ২০২০-২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে বেশ কয়েকটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেলে স্থাপিত সিটিজেন চার্টার

বিআরটিএ'র ফেসবুক পেজ

শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে মত বিনিময় সভা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিআরটিএ'র উলেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রমঃ বিআরটিএ'র বিভিন্ন অনলাইন সেবাঃ

- ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও পরিচালনা, বিএসপি প্রবর্তন
- রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান এবং রাইডারদের অনলাইন আবেদন
- অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়
- ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি), শ্রেণিভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযান
- মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ
- হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন
- মোটযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও সংযোজন
- রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন
- মোটরযান ব্যবহার জনিত অগ্রিম ও অনুমিত আয়কর এবং ভ্যাট সহ রাজস্ব আদায়
- মোবাইল কোর্ট (ভ্রাম্যমাণ আদালত) পরিচালনা
- রোড সেফটি সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম
- পেশাজীবী গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন ও ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ডিজিটাল সমৃদ্ধ, টেকসই, পরিবেশ বান্ধব, সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও আরামদায়ক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিআরটিএ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও পরিচালনার লক্ষ্যে বিআরটিএ'র বিভিন্ন উলেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্জন / কার্যক্রমসহ বিআরটিএ'র বিভিন্ন অনলাইন সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে উলেখ করা হলঃ

ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও পরিচালনাঃ

ইন্টারনেট সিস্টেমের ব্যাপক প্রসারের ফলে ২০১১ সনে বিআরটিএ'র বিদ্যমান ডিজিটাল সার্ভিস প্রোভাইডিং সিস্টেমকে সেন্ট্রাল সার্ভার বেজড কম্পিউটিং ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হয়। এ ব্যবস্থায় প্রতিটি জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার সার্কেল অফিসকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেন্ট্রাল সিস্টেমের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে যুক্ত করা হয়। বিআরটিএ ইনফরমেশন সিস্টেম (BRTA-IS) একটি ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার যার মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়:-

- মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- রুট পারমিট ইস্যু ও নবায়ন;
- মোটরযানের ফিটনেস ইস্যু ও নবায়ন;
- ট্যাক্স সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন;
- লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু;

বিআরটিএ-আইএস, অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেম, এইচএসডিএল সিস্টেম, ইভিআর সিস্টেম এবং ইভিআই সিস্টেম প্রভৃতি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে মোটরযান নিবন্ধন এবং ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু, মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন, মোটরযানের ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন, মোটরযানের রুট পারমিট ইস্যু ও নবায়ন, মোটরযানের কর ও ফি আদায়, মোটর ড্রাইভিং স্কুল এবং মোটরযান মেরামত কারখানা নিবন্ধন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। বিআরটিএ'র সকল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) প্রবর্তন করা হয়েছে। উক্ত পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য ঘরে বসেই আবেদন দাখিল এবং ঘরে বসেই শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট, অনলাইনে হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন দাখিল, অনলাইনে মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল (ডিলার বা শোরুমের মাধ্যমে), অনলাইনে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের জন্য ঘরে বসেই আবেদন দাখিল এবং ঘরে বসেই উক্ত সার্টিফিকেট প্রিন্ট করা যাচ্ছে।

এছাড়া মোবাইল ম্যাসেজ (এসএমএস) এর মাধ্যমে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের বায়োমেট্রিক প্রদানের এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ (যেমন; NP <space> B <space>Date এবং ২৬৯৬৯ নম্বরে SMS প্রেরণ), ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট Printing এর স্ট্যাটাস জানা (যেমন; NP<space>DRC এবং ২৬৯৬৯ নম্বরে SMS প্রেরণ), ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সংগ্রহের এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ (যেমন; NP<space>C<space>Date এবং ২৬৯৬৯ নম্বরে SMS প্রেরণ, মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুতের স্ট্যাটাস জানা (যেমন; NP এবং ২৬৯৬৯ নম্বরে SMS প্রেরণ), মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ (যেমন; NP<space>A<space>Date এবং ২৬৯৬৯ নম্বরে SMS প্রেরণ) করা যাচ্ছে। বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটের (www.brta.gov.bd) ফি ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে মোটরযানের বিভিন্ন AIT, Tax Token ও ফিটনেস ফি'র পরিমাণ জানা; অনলাইনে VISA/ MASTER/ AMERICIAN XPRESS/ DBBL NEXUS CARD ও মোবাইল ব্যাংকিং ROCKET/bKash এর মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি জমা প্রদান (bsp.brta.gov.bd) সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণ করা যাচ্ছে। এছাড়া BRTA Sheba অ্যাপস্ ব্যবহার করে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ও অগ্রিম আয়করসহ বিভিন্ন তথ্য জানা যায়, বিআরটিএ'র যে কোনো সার্কেল অফিস হতে মোটর-যানের ফিটনেস নবায়ন করা যায়, মোটরকার, জীপ, মাইক্রোবাস (ভাড়ায় চালিত নহে) এর ক্ষেত্রে ২ বছরের জন্য ফিটনেস নবায়ন করা যায়, বিআরটিএ অফিসে না এসেই নির্ধারিত ১৮টি ব্যাংকের ৫৪৭টি শাখা ও ২৪টি বিশেষায়িত বুথের মাধ্যমে ট্যাক্স-টোকেন নবায়ন এবং অগ্রীম আয়কর (AIT) জমাসহ অন্যান্য ফি প্রদান করা যায়, মোটরযান মালিকের মোবাইলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এসএমএস প্রেরণের মাধ্যমে প্রযোজ্য ফি'র পরিমাণ উলেখপূর্বক ফিটনেস, ট্যাক্স-টোকেনের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া এবং নবায়নের বিষয়টি অবহিত করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-১, ২, ৩ ও ঢাকা জেলা সার্কেলে অনলাইনে এ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন করা যাচ্ছে।

বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) প্রবর্তনঃ

বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) বিআরটিএ'র একটি অনলাইন সেবার কেন্দ্রীয় প্যাটফর্ম যা সম্প্রতি নতুন নতুন অনলাইন সেবা সংযোজন করত: নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (BSP) এর মাধ্যমে অনলাইন সেবা প্রবর্তনের পূর্বে গ্রাহককে অধিক্ষেত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ সার্কেল অফিসে স্ব-শরীরে এসে প্রত্যাশিত সেবার তথ্যাদি সংগ্রহ পূর্বক ম্যানুয়াল আবেদন ফর্ম পূরণ করে দাখিল করতে হতো। এর ফলে গ্রাহকের যাতায়াত বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ও সময় নষ্ট হতো। অধিকন্তু, মধ্যসত্বভোগীদের দ্বারা গ্রাহকগণকে বিভিন্নভাবে হয়রানির স্বীকার হতে হতো। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যে এবং গ্রাহকসেবার গুণগুত মান বৃদ্ধির নিমিত্ত অনলাইন ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান; স্বল্পসময়ে, স্বল্পখরচে ও যাওয়া আসা (TCV) কমানোর মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং সেবা প্রদান কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় প্যাটফর্ম বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) প্রবর্তন করা হয়। বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (BSP) থেকে বর্তমানে নিম্নোক্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে:

১। শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল ও শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট।
২। মোটরযানের নিবন্ধনের আবেদন দাখিল;
৩। ফিটনেস নবায়নের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ (ঢাকা মেট্রো- ১,২,৩ ও ঢাকা জেলা সার্কেল)
৪। রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের আবেদন দাখিল ও প্রিন্ট;
৫। রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের আবেদন দাখিল ও প্রিন্ট;
৬। MASTER/VISA/NEXUS/AMERICAN EXPRESS CARD bKash/Rocket মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মোটরযানের বিভিন্ন কর ও ফি জমা প্রদান।
৭। বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো- ১,২,৩ ও ঢাকা জেলা সার্কেল, নারায়নগঞ্জ সর্কেল ও সিলেট সার্কেলের ড্রাইভিং টেস্টের ফলাফল দেখা যায়।

- শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বিএসপি'র নিবন্ধিত ইউজারের সংখ্যা ২,২০,৩৫২ জন এবং দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১০,৯৯,০৭০টি।
- পর্যায়ক্রমে বিআরটিএ'র সকল সেবা বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহ ণ করা হয়েছে ।

বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি)

রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান এবং রাইডারদের অনলাইন আবেদনঃ

স্বল্প দূরত্বের গণপরিবহনের অপ্রতুলতা হ্রাসকল্পে ব্যক্তিগত মোটরযানসমূহ অব্যবহৃত সময়ে ভাড়ায় পরিচালনার জন্য স্মার্টফোন অ্যাপভিত্তিক রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা ২০১৭ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে অনলাইনে (১) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন এবং (২) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়নের জন্য আবেদন দাখিল করা যায়। এর মাধ্যমে (১) মোটরযান মালিক এবং (২) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘরে বসেই রাইড সেবাদানকারী মোটরযান ও রাইড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রিন্ট করতে পারেন। ১ জুলাই ২০১৯ খ্রি: তারিখ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট এবং রাইডশেয়ারিং মোটরযান সার্টিফিকেট ইস্যু কার্যক্রম শুরু হয়। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৫ (পঁচিশ) টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন দাখিল করে। তন্মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ) টি যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। মোটরযান মালিক কর্তৃক রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘরে বসেই অনলাইনে প্রযোজ্য ফি জমা প্রদান, আবেদন দাখিল ও সার্টিফিকেট প্রিন্ট করে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২১,৬০৬ (একুশ হাজার ছয়শত ছয়) টি মোটরযানের বিপরীতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু এবং ১২৩ (একশত তেইশ) টি নবায়ন করা হয়েছে।

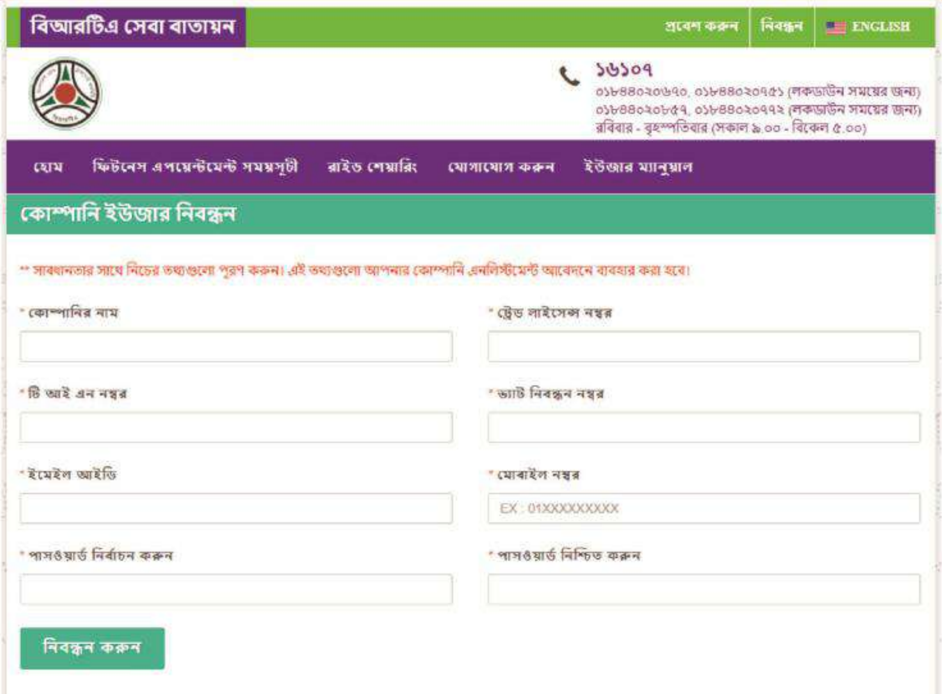

রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান এবং রাইডারদের অনলাইন আবেদন ফরম

অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায় ঃ

ডাক বিভাগের মাধ্যমে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি আদায়ের বিড়ম্বনা ও দুর্নীতি দূর করে কর ও ফি আদায় পদ্ধতি সহজীকরণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আদায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মোটরযান কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে বর্তমানে সমগ্র দেশে ১৮টি ব্যাংকের ৫৪৭টি শাখা ও ২৪টি বিশেষায়িত বুথের মাধ্যমে মোটরযান কর ও ফিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শূল্ক আদায় করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোটরযান কর ও ফিসহ অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শূল্ক বাবদ সর্বমোট ৩৫৪৩.৭৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। ব্যাংকের শাখা/বুথের তালিকা বিআরটিএ'র ওয়েবসাইট (www.brta.com) এ উলেখ রয়েছে।

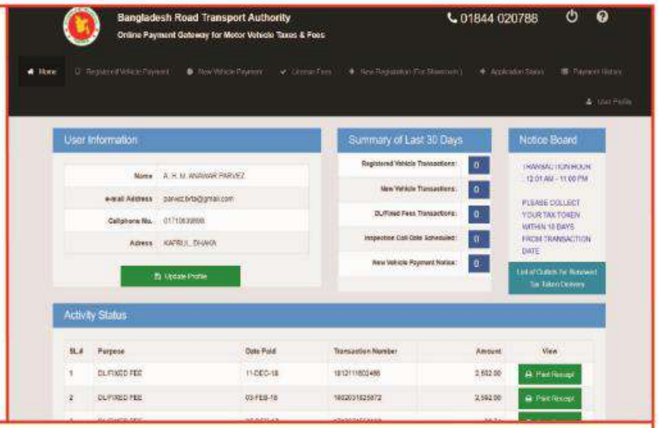

অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায় সিস্টেম

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি)ঃ

ভুয়া, জাল ও অবৈধ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাসের লক্ষ্যে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হয়। ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হচ্ছে মালিকানাসহ মোটরযানের সকল তথ্য সম্বলিত এবং সহজে বহনযোগ্য একটি ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত স্মার্ট কার্ড। সনাতন রেজিস্ট্রেশন তথা ব্লু বুকের পরিবর্তে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক নির্ভর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিন রিডেবল ও সহজে বহনযোগ্য ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি) প্রবর্তন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (DRC) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ শুরু হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ডিআরসি, মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি) এর ফি জমা প্রদানের পর গ্রাহককে বায়োমেট্রিক্স (চার আঙ্গুলের ছাপ, ডিজিটাল ছবি ও স্বাক্ষর) প্রদানের জন্য মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে অবহিত করা হয়। বায়োমেট্রিক্স প্রদানের জন্য গ্রাহককে মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে হয়। নির্ধারিত সময়ে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর বায়োমেট্রিক্স প্রদান করতে হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সকল মোটরযানের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন অর্থবছরে বিআরটিএ কর্তৃক ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি) প্রস্তুত ও বিতরণের চিত্র নিম্নরুপঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১,৮৩,৪৬৮ টি ডিআরসি প্রস্তুত ও ৮২,৪০৪ টি বিতরণ, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৩,০১,৭৩১ টি প্রস্তুত ও ১,৭২,৮৪৬ টি বিতরণ, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৪,৭৭,২০৫টি পস্তুত ও ৩,১২,৫৯২টি বিতরণ, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৪,৫৯,৭৮৯টি প্রস্তুত ও ৩,৮৬,০৯৬টি বিতরণ, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৩,১০,৪১৮টি প্রস্তুত ও ২,৬৩,৮৮৯টি বিতরণ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৮,০৫,২০০টি প্রস্তুত এবং ৪,৫৬,৯৫০টি বিতরণ করা হয়েছে।

বায়োমেট্রিক গ্রহণের ছবি

অর্থ বছর ভিত্তিক ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুতের সংখ্যা

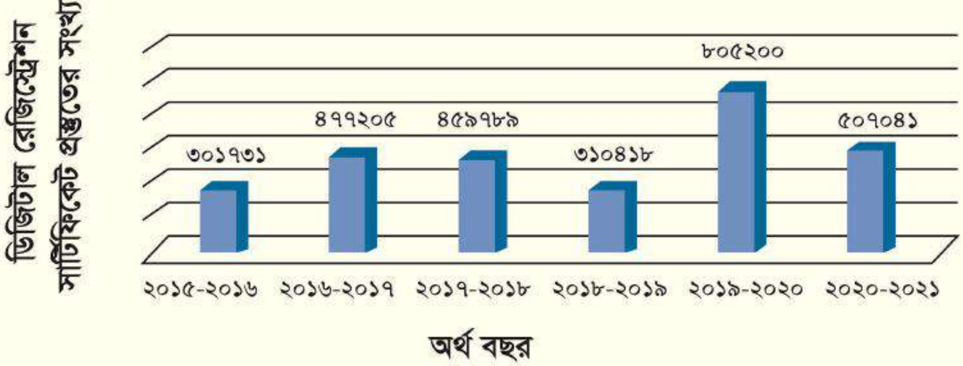

অর্থ বছর ভিত্তিক ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণের সংখ্যা

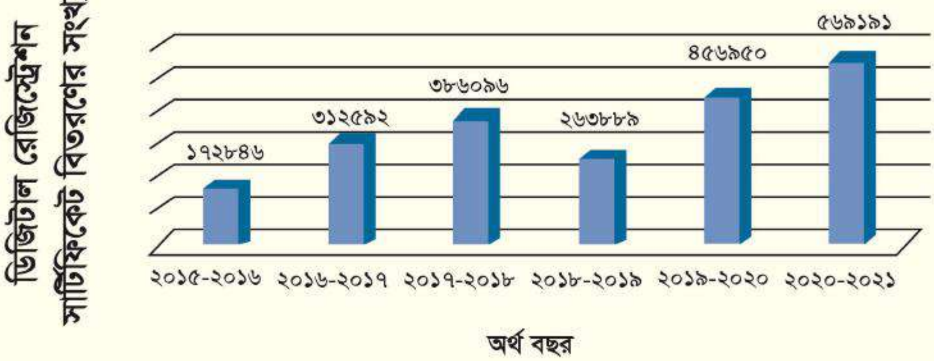

বিআরটিএ কর্তৃক ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩১,৪৪,৬১৬ টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ২২,৯৪,২১২ টি বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫,০৭,০৪১টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৫,৬৯,১৯১টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট মোটরযান মালিকের নিকট বিতরণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

শ্রেণিভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযান ঃ

বিআরটিএ'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ৩০জুন ২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযানের সংখ্যা সমগ্র বাংলাদেশে ৪৭,৭৬,৯৪৪ টি, তম্মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে ১৬,৯৯,৯৯৬ টি। সমগ্র বাংলাদেশে রেজিস্ট্রেশনকৃত মোট মোটরযানের শতকরা ৩৫.৫৯ ভাগ মোটরযান ঢাকা মহানগরীতে বিআরটিএ'র ৩টি অফিস যথা- ঢাকা মেট্রো-১, ঢাকা মেট্রো-২ ও ঢাকা মেট্রো-৩ সার্কেল অফিস থেকে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে যথাক্রমে ১,৫০,৯৭৫টি, ১,৭৭,৫৩৭টি, ৩,৮১,১৮১টি, ৪,১২,৫৭৩টি, ৪,৬৮,৭০৬টি , ৫,২৪,০১৬টি ও ৪,০৩,০১৯টি মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

শ্রেণি ভিত্তিক মোটরযানের সংখ্যা ঃ-

ক্র.নং	মোটরযানের শ্রেণি	সংখ্যা	ক্র.নং	মোটরযানের শ্রেণি	সংখ্যা
১.	বাস	৪৮,৭৮৯	৮.	জিপ	৬৮,৩৫৪
২.	মিনিবাস	২৭,৩৬১	৯.	কাভার্ড ভ্যান	৩৮,৭৫২
৩.	ট্রাক	১,৪১,০৫৩	১০.	ডেলিভারি ভ্যান	৩১,৩৪০
৪.	প্রাইভেট কার	৩,৭৩,৮০৬	১১.	হিউম্যান হলার	১৭,৩৪৮
৫.	মোটরসাইকেল	৩২,৯৯,১১২	১২.	ট্রাক্টর	৪৩,৬৪০
৬.	মাইক্রোবাস	১,০৫,৪১২	১৩.	অন্যান্য	৪,৪৪,০৬২
৭.	পিক আপ	১,৩৭,৯১৫		সর্বমোট	৪৭,৭৬,৯৪৪

বিআরটিএ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫টি মেট্রো সার্কেল এবং ৫৭ টি জেলা সার্কেল অফিসের মাধ্যমে ৪,২৪,৫৩০ টি মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগঃ

আরএফআইডি একধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উইন্ডশিল্ড স্টিকার যা গাড়ির উইন্ডশিল্ডে ভিতরের দিক থেকে সেলফ এডহেসিভ দ্বারা লাগানো হয়। আরএফআইডি ট্যাগ যানবাহন ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর দ্বারা গাড়ির অবস্থান জানা সম্ভব এবং এক গাড়িতে সংযোজিত ট্যাগ অন্য গাড়িতে ব্যবহার করা যায় না। এ ট্যাগের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, চ্যাচিস নাম্বার ও গাড়ির ধরণ সংক্রান্ত কোড থাকে, ফলে এ ট্যাগযুক্ত কোন মোটরযান কোন আরএফআইডি স্টেশন অতিক্রমকালে স্টেশনে অবস্থিত এন্টেনা উক্ত কোড/সিগনাল স্টেশনে অবস্থিত অপর একটি ডিভাইস আরএফআইডি রিডারে প্রেরণ করে এবং রিডার তা নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির মাধ্যমে সেন্ট্রাল সার্ভারে প্রেরণ করে। নিয়ন্ত্রণকক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট গাড়ির অবস্থানসহ যাবতীয় তথ্য দৃশ্যমান হয়। ভুয়া নাম্বারপ্লেট, গাড়ী চুরি প্রতিরোধ ও অপরাধে জড়িত গাড়ী সনাক্তকরণের জন্য মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রবর্তন করা হয়। ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) ট্যাগ কার্যক্রম চালু করা হয়। সরকারের রাজস্ব ফাঁকি রোধ, মোটরযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও পরিবহন সংক্রান্ত অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে ১২টি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডিন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

ফি জমা প্রদানের পর মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ তৈরি করা হয় এবং গ্রাহককে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট সংযোজন করার জন্য গাড়িসহ সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ অফিসে হাজির হওয়ার জন্য মালিকের মোবাইলে ম্যাসেজের মাধ্যমে জানানো হয় । মোবাইলে ম্যাসেজ পাওয়ার পর এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করে গাড়িসহ বিআরটিএ অফিসে হাজির হয়ে গাড়িতে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন করতে হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৩,৫৯,৮৫৩ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত ও ২,৭০,১৪১ সেট সংযোজন, ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১,৮১,৫১০ সেট প্রস্তুত ও ২,২১,৭৭৫ সেট সংযোজন, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৪,০৩,৪২৭ সেট প্রস্তুত ও ৩,৪৪,৯৪১ সেট সংযোজন, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪,২৮,৩০৮ সেট প্রস্তুত ও ৩,৯৭,০৫৫ সেট সংযোজন, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৪,৭৩,৯৮৫ সেট প্রস্তুত ও ৪,১২,৩২৯ সেট সংযোজন এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫,১৭,৬১৩ সেট প্রস্তুত ও ৪,৫৭,৪৬৮ সেট সংযোজন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৪,২৯,৮৮৬ সেট প্রস্তুত ও ৪,০৭,৯৫১ সেট সংযোজন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩৬,১৪,৬৪০ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট পস্তুত করা হয়েছে এবং ৩০,৪৫,৬৩০ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে।

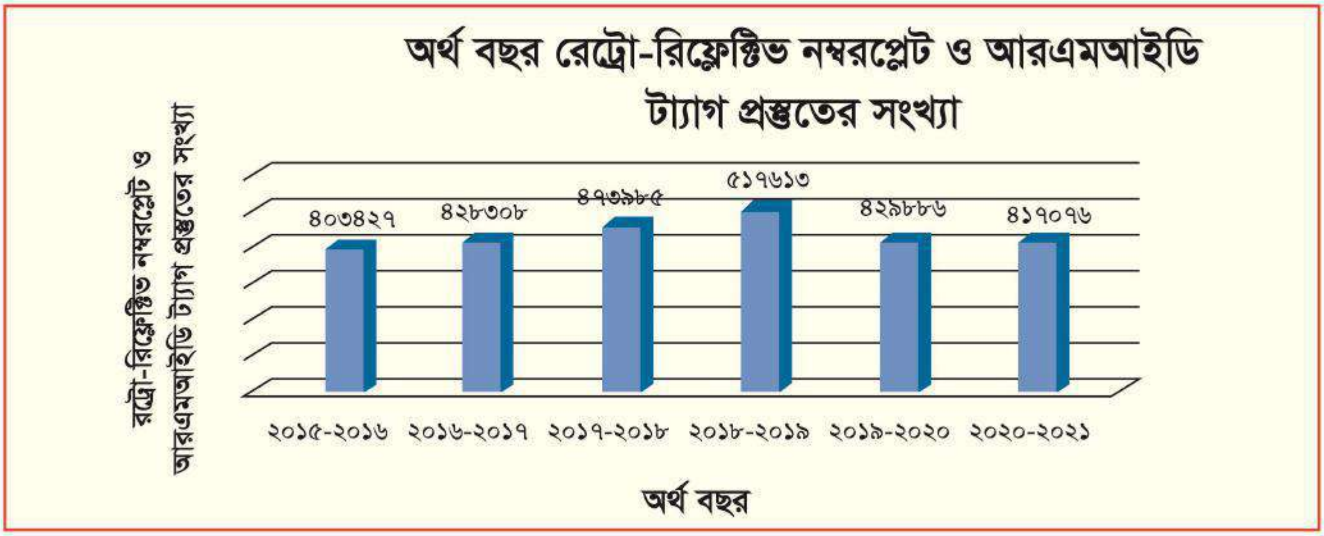

অর্থ বছর ভিত্তিক রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএমআইডি ট্যাগ সংযোজনের সংখ্যা

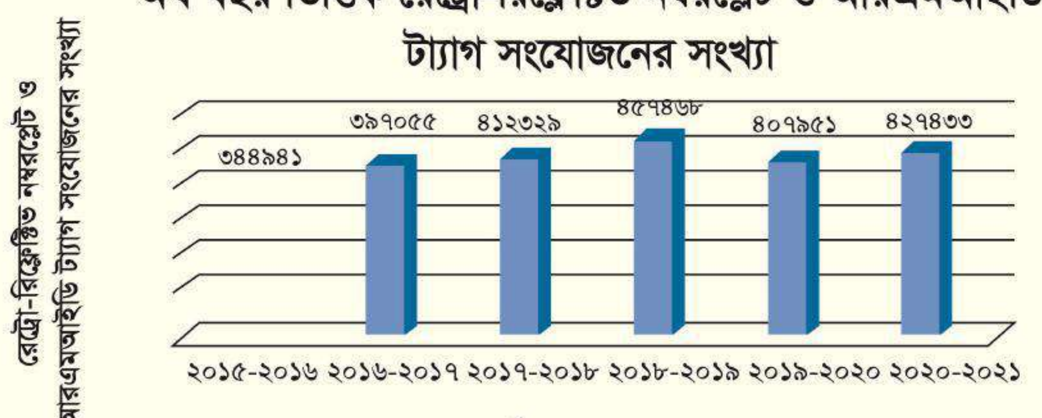

বিআরটিএ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫টি মেট্রো সার্কেল এবং ৫৭ টি জেলা সার্কেল অফিসের মাধ্যমে ৪,১৭,০৭৬ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৪,২৭,৪১০ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে।

হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন ঃ

ভুয়া, জাল ও অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাসের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স যুগোপযোগী করে অত্যাধুনিক পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ (Contact and Contactless) স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন করা হয়। এটি একটি ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড যার উভয় পার্শ্বে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও গ্রাহকের ছবি প্রিন্টেড থাকে। চিপের মধ্যে সংশ্লিষ্ট চালকের বায়োমেট্রিক্সসহ লাইসেন্সে যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকে। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৭ অক্টোবর ২০১১ হতে পেপারবুক ড্রাইভিং লাইসেন্স বা হলোগ্রামযুক্ত পাস্টিক কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়। পেশাদার ও অপেশাদার মোটরযান চালককে স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে অদক্ষ, অবৈধ ও লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভিং এর প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং বৈধ প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স গ্রহণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তনের পর ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বিআরটিএ কর্তৃক মোট ২৮,২৫,৭০০ টি ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।

হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

বিআরটিএ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪,৬২,০৯৩ (চার লক্ষ বাষট্টি হাজার তিরানব্বই) টি পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও মোটরযানের শ্রেণি সংযোজন করা হয়েছে।

মোটযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট ঃ

ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া কোন মোটরযান সড়ক- মহাসড়কে চালানো যায় না। যে সকল ব্যক্তিগত মোটরযানসমূহের আসন সংখ্যা ০৮ (ড্রাইভারসহ) সে সকল মোটরযান তৈরি সনসহ ০৫ (পাঁচ) বছর ফিটনেস অব্যাহতি পেয়ে থাকে। ভাড়ায় চালিত নয় এরুপ মোটরকার, জীপ ও মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে তৈরির সন হতে ০৫ (পাঁচ) বছর এবং ২০১৯ সাল থেকে প্রতি ২ বছর অন্তর ফিটনেস নবায়নের সুযোগ চলমান রয়েছে। এছাড়াও, ২০২০-২১ অর্থবছর হতে বিআরটিএ'র যে কোনো সার্কেল অফিস হতে মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরে যথাক্রমে ৫,২৭,৫৬২টি, ৫,৩৬,৯৯৬টি, ৫,৭৯,৪৭৩টি, ৬,৪৫,২৪৮টি, ৬,৪৭,৮১৫টি , ৭,০৬,৪১৩টি এবং ৭,৫০,৭২২টি ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে। ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ীর ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে মিরপুরস্থ মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) গত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ থেকে চালু করা হয়েছে।

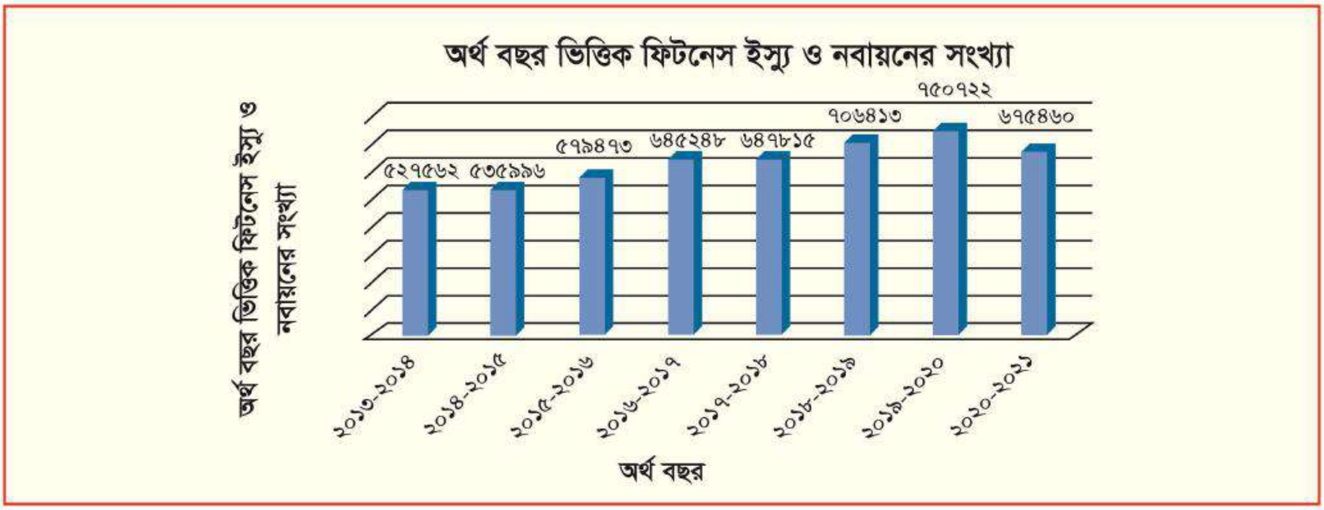

বিআরটিএ'র যে সার্কেল অফিস হতে সেবাগ্রহণকারী সর্বশেষ তার মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ বা ফিটনেস নবায়ন করেছেন উক্ত সার্কেল অফিসে নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ তার মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের জন্য আবেদন করবেন এবং পরিদর্শনের জন্য মোটরযানটি ঐ অফিসে হাজির করবেন। ২০২০-২১ অর্থবছর হতে ঢাকা মহানগরীর ৪টি অফিস যথা মিরপুরস্থ ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, ইকুরিয়াস্থ ঢাকা মেট্রো সার্কেল-২, উত্তরাস্থ ঢাকা মেট্রো সার্কেল-৩ এবং ঢাকা জেলা সার্কেল হতে অন-লাইনে এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নির্ধারিত সময়ে মোটরযান হাজির করে মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন সনদ গ্রহণ চালু করা হয়েছে। বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে (বিএসপি) / বিআরটিএ সেবা বাতায়নে গিয়ে ফিটনেস এপয়েন্টমেন্ট সময়সূচীতে চাহিত তথ্য পূরণপূর্বক মোটরযানের ফিটনেস সনদ গ্রহণের জন্য এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে ফিটনেস সনদ গ্রহণ করা যায়।

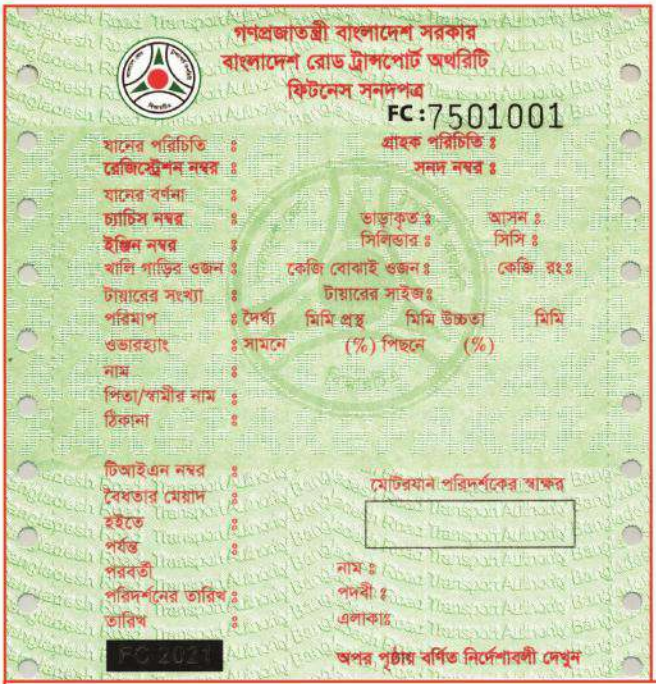

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি
ফিটনেস সনদপত্র
FC:7501001

যানের পরিচিতি ঃ
গ্রাহক পরিচিতি ঃ
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ
সনদ নম্বর ঃ
যানের বর্ণনা ঃ
চ্যাচিস নম্বর ঃ ভাড়াকৃত ঃ আসন ঃ
ইঞ্জিন নম্বর ঃ সিলিন্ডার ঃ সিসি ঃ
খালি গাড়ির ওজন ঃ কেজি বোঝাই ওজন ঃ কেজি রংঃ
টায়ারের সংখ্যা ঃ টায়ারের সাইজঃ
পরিমাপ ঃ দৈর্ঘ্য মিমি প্রস্থ মিমি উচ্চতা মিমি
ওভারহ্যাং ঃ সামনে (%) পিছনে (%)
নাম ঃ
পিতা/স্বামীর নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

টিআইএন নম্বর ঃ
বৈধতার মেয়াদ ঃ
হইতে ঃ
পর্যন্ত ঃ
পরবর্তী
পরিদর্শনের তারিখ ঃ
তারিখ ঃ
মোটরযান পরিদর্শকের স্বাক্ষর
নাম ঃ
পদবী ঃ
এলাকাঃ
FC 2021
অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত নির্দেশাবলী দেখুন

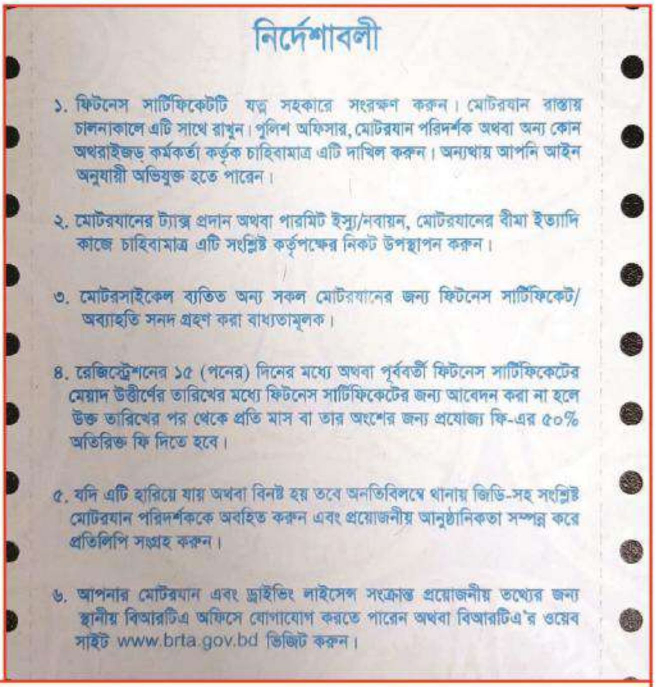

নির্দেশাবলী

১. ফিটনেস সার্টিফিকেটটি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করুন। মোটরযান রাস্তায় চালনাকালে এটি সাথে রাখুন। পুলিশ অফিসার, মোটরযান পরিদর্শক অথবা অন্য কোন অথরাইজড্ কর্মকর্তা কর্তৃক চাহিবামাত্র এটি দাখিল করুন। অন্যথায় আপনি আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত হতে পারেন।

২. মোটরযানের ট্যাক্স প্রদান অথবা পারমিট ইস্যু/নবায়ন, মোটরযানের বীমা ইত্যাদি কাজে চাহিবামাত্র এটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করুন।

৩. মোটরসাইকেল ব্যতিত অন্য সকল মোটরযানের জন্য ফিটনেস সার্টিফিকেট/ অব্যাহতি সনদ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

৪. রেজিস্ট্রেশনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অথবা পূর্ববর্তী ফিটনেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের মধ্যে ফিটনেস সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করা না হলে উক্ত তারিখের পর থেকে প্রতি মাস বা তার অংশের জন্য প্রযোজ্য ফি-এর ৫০% অতিরিক্ত ফি দিতে হবে।

৫. যদি এটি হারিয়ে যায় অথবা বিনষ্ট হয় তবে অনতিবিলম্বে থানায় জিডি-সহ সংশ্লিষ্ট মোটরযান পরিদর্শককে অবহিত করুন এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে প্রতিলিপি সংগ্রহ করুন।

৬. আপনার মোটরযান এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য স্থানীয় বিআরটিএ অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা বিআরটিএ'র ওয়েব সাইট www.brta.gov.bd ভিজিট করুন।

ফিটনেস সার্টিফিকেটের চিত্র

বিআরটিএ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬,৭৫,৪৬০টি ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে।

ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও সংযোজন ঃ

কোনো ব্যক্তিকে মোটরযান চালনার কর্তৃত্ব প্রদান করে লাইসেন্স কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত দলিলই হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স। ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত মোটরযান চালানো আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ। ড্রাইভিং পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রত্যেক মেট্রোপলিটন ও জেলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে একটি করে ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ড রয়েছে। উক্ত টেস্ট বোর্ড কর্তৃক লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বক সুপারিশের ভিত্তিতে বিআরটিএ কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্সের পূর্বশর্ত হলো লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স। ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদনকারীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে ৮ম শ্রেণী পাশ। অপেশাদার এর জন্য ন্যূনতম ১৮ বছর এবং পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য বয়স ন্যূনতম ২১ বছর হতে হবে এবং মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। গ্রাহককে প্রথমে লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অনলাইনে (bsp.brta.gov.bd)-এর মধ্যমে আবেদন করতে হয়। অনলাইন সিস্টেম থেকে তার লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু হবে এবং গ্রাহক সাথে সাথেই সিস্টেম থেকেই তার শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট করে নিতে পারেন। এর ২/৩ মাস পর লিখিত, মৌখিক ও ফিল্ড টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একটি নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফী প্রদান করে স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হয়। গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্স (ডিজিটাল ছবি, ডিজিটাল স্বাক্ষর ও আঙ্গুলের ছাপ) গ্রহণপূর্বক স্মার্ট কার্ড ইস্যু করা হয়। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্টিং সম্পন্ন হলে গ্রাহককে এসএমএস এর মাধ্যমে তা গ্রহণের বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয়।

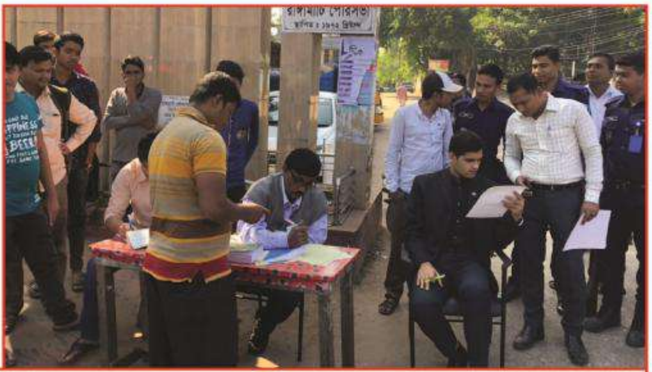

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ড পরিদর্শন

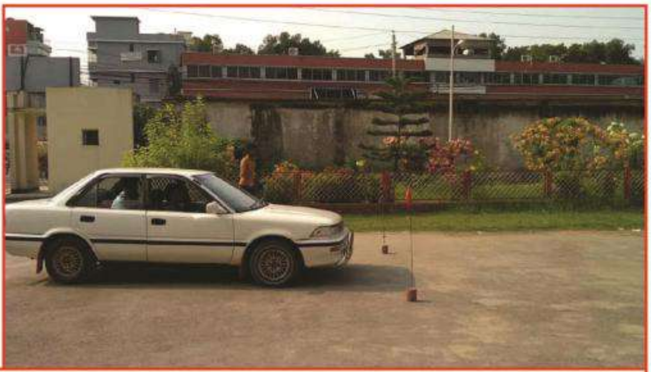

ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ড কর্তৃক ফিল্ড টেস্ট গ্রহণ

১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্সের সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৯০,০০০ (এক লক্ষ নব্বই হাজার) টি। ৩০/৬/২১ পর্যন্ত উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট ড্রাইভিং লাইসেন্সের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৩,২৩,২৬৩টি। বিআরটিএ কর্তৃক ইস্যুকৃত ও নবায়নকৃত বছরভিত্তিক ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরিসংখ্যান নিম্নরুপ:

অর্থ বছর	ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও মোটরযানের শ্রেণী সংযোজনের সংখ্যা
২০১৩-২০১৪	১৯৯০০১
২০১৪-২০১৫	২১৬৭৯৯
২০১৫-২০১৬	২৭৯৮৭৩
২০১৬-২০১৭	৩৪০২৮৮
২০১৭-২০১৮	৫২৬১৯৪
২০১৮-২০১৯	৬১৭১৬২
২০১৯-২০২০	৫১১৪৬৪
২০২০-২০২১	৪,৬২,০৯৩

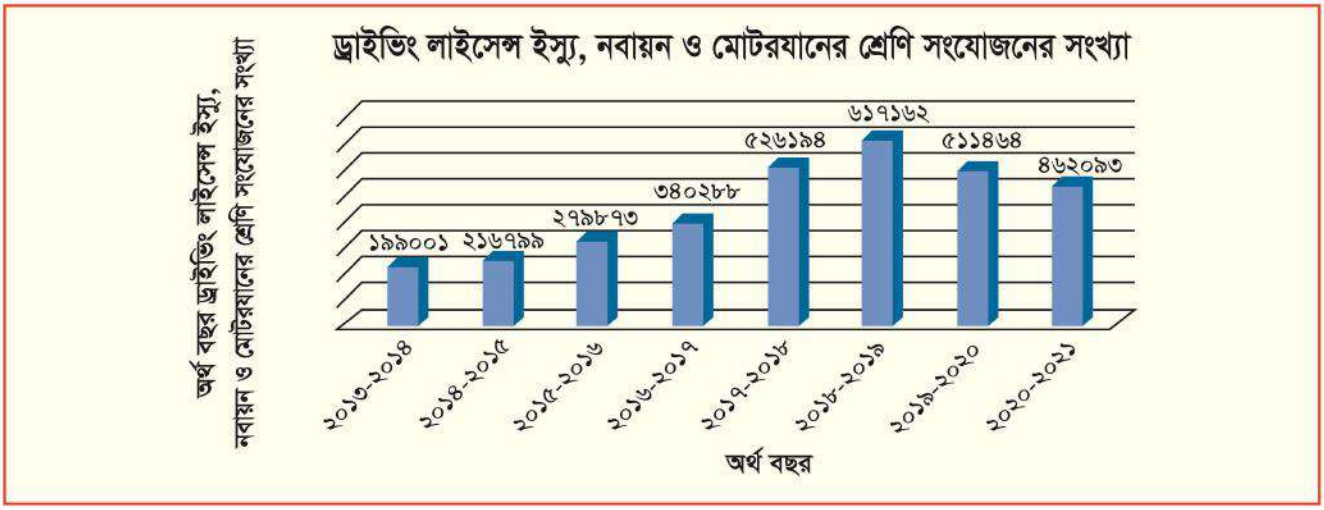

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআরটিএ কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের সংখ্যা হচ্ছে ৪,৬২,০৯৩ ।

রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়নঃ

সকল বাণিজ্যিক মোটরযান এবং যে সকল ব্যক্তিগত মোটরযানসমূহের আসন সংখ্যা ড্রাইভার ব্যতীত ৯ (নয়) বা ততোধিক সে সকল মোটযানের রুট পারমিট থাকা আবশ্যক। মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ৫৪ ধারা মোতাবেক প্রতিটি মেট্রোপলিটন এলাকায় এবং জেলায় একটি করে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি (Regional Transport Commitee) রয়েছে। উক্ত কমিটি কর্তৃক রুট পারমিট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়ে থাকে। ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১৭৫৪৬৬টি, ১৫৭০০০টি, ১৮৫২৭৮টি, ১৯১৭১৮টি ও ২০০১৬০টি রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে।

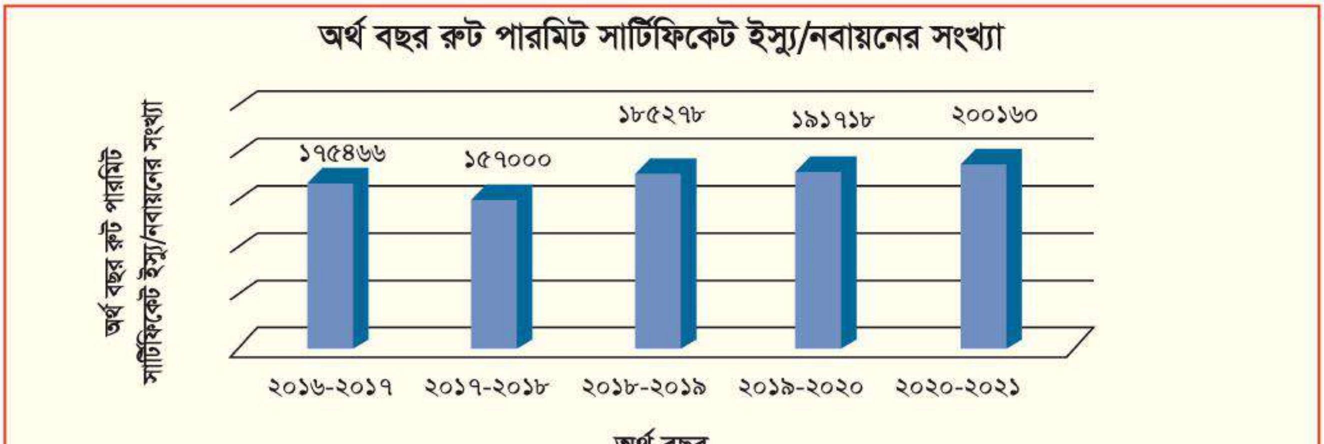

বিআরটিএ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৫ টি মেট্রো সার্কেল এবং ৫৭টি জেলা সার্কেল অফিসের মাধ্যমে ২,০০,১৬০টি রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে।

মোটরযান ব্যবহার জনিত অগ্রিম ও অনুমিত আয়কর এবং ভ্যাট সহ রাজস্ব আদায় :

মোটরযান কর, রেজিস্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নাম্বার প্লেট ও অন্যান্য ফি আদায়ের পাশাপাশি বিআরটিএ কর্তৃক বছরভিত্তিক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্তর্গত মোটরযান ব্যবহার জনিত অগ্রিম ও অনুমিত আয়কর এবং ভ্যাট আদায় করা হয়ে থাকে। মোটরযানের কর ও ফি আদায় পদ্ধতি সহজ করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আদায় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মোটরযান কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে বর্তমানে সমগ্র দেশে ১৮টি ব্যাংকের ৫৪৭টি শাখা ও ২৪টি বিশেষায়িত বুথের মাধ্যমে মোটরযান কর ও ফিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া অনলাইনে (https://ipaybrta.brta.gov.bd) ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, ডাচ-বাংলা ও ব্র্যাক ব্যাংকের মোবাইল একাউন্ট রকেট, বিকাশ ও নেক্সাস কার্ড ও সিটি ব্যাংকের Amex কার্ডের মাধ্যমে কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে। বিআরটিএ কর্তৃক বছর ভিত্তিক এবং খাত ওয়ারী রাজস্ব আদায়ের চিত্র ও বিবরনী আলাদাভাবে দেখানো হলোঃ

বছর ভিত্তিক এবং খাত ওয়ারী রাজস্ব আদায়ের বিবরনী (অগ্রিম ও অনুমিত আয়কর এবং ভ্যাটসহ)ঃ

রাজস্ব আদায় (কোটি টাকা)									
অর্থ বছর	রেজিস্ট্রেশন	ট্যাক্স টোকেন	ডিআরসিও নম্বর প্লেট	ড্রাইভিং লাইসেন্স	ভ্যাট	এসডি	অন্যান্য	অগ্রিম আয়কর	সর্বমোট
২০১৬-২০১৭	৪৭৭.৬০	৫২১.৫০	১৫১.৭৩	৯১.৩৩	২০১.৮৯	০.০০	২২৩.১৫	৮৯৪.৩৪	২৫৬১.৫৫
২০১৭-২০১৮	৫৩২.৬৬	৫৪৭.৭৯	১৭০.৭২	১১৪.৯৫	২১৭.৮০	০.০০	২২৩.৫৪	৮৫৭.৬২	২৬৬৫.০৫
২০১৮-২০১৯	৫১৭.৬২	৬৭৬.৬৫	১৭৬.২৪	১৬৭.৮৩	২৫১.৬৬	০.০০	২৮১.২৬	১০০৫.৭৭	৩০৭৭.০৪
২০১৯-২০২০	৪১১.৭২	৬৭৬.৮৮	১৪৫.৯৭	১৬৬.৭৪	২৩৯.৫৮	৩৪.৭৯	২৭৮.২৯	১০৬৪.৬৬	৩০১৮.৬৩
২০২০-২০২১	৩৯৯.৯২	৬৮২.৩৮	১৪২.০৪	১৫৩.২৫	২৪১.৮৫	৯৮.৯৩	২৪৯.৬৫	১৫৭৫.৭৩	৩৫৪৩.৭৬
সর্বমোট	২৩৩৯.৫৩	৩১০৫.১৯	৭৮৬.৬৮	৬৯৪.১০	১১৫২.৭৯	১৩৩.৭২	১২৫৫.৮৯	৫৩৯৮.১৪	১৪৮৬৬.০৩

২০২০-২১ অর্থবছরে রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স-টোকেন, নম্বরপ্লেট ও ডিআরসি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভ্যাট, এসডি, অন্যান্য এবং অগ্রিম আয়করসহ সর্বমোট ৩৫৪৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে, এর মধ্যে অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ ১৯১৬.৫৭ কোটি টাকা এবং মোটরযান কর ও ফি বাবদ ১৬২৭.১৯ কোটি টাকা।

মোবাইল কোর্ট (ভ্রাম্যমাণ আদালত) পরিচালনা ঃ

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ, দুর্ঘটনা হ্রাস এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায় প্রবণতা রোধে বিআরটিএ ও জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছে। অর্থ বছরভিত্তিক বিআরটিএ'র এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট এর কার্যক্রম নিম্নে উলেখ করা হলঃ

অর্থ বছর	মামলার সংখ্যা	জরিমানার আদায় (টাকায়)	কারাদন্ড	ডাম্পিং
২০০৮-০৯	২০৭২	৩২৫৮৯১২	২	১১৯
২০০৯-১০	৭৪৫০	৫৪৬৮৩৭৪	৪৭	১৩৩
২০১০-১১	৯৪১৮	৬৬৯৪৩৭৪	২১৯	৩১৭
২০১১-১২	৬১৭২	৫৯৫৯৫৪৮	২২৭	৩৭২
২০১২-১৩	৩৩১৫	৩০৪১০৭২	১২৫	২৩৭
২০১৩-১৪	৮৫৬১	৭৩৪৪৬৭২	১৫০	৩৫০
২০১৪-১৫	২৩২০৬	১৭৯২২৮৮৫	১৩২	৬৩৪
২০১৫-১৬	৪৬৩৪৫	৪১৩৮০৮০০	৮৮৮	২৫১৮
২০১৬-১৭	৩৭২৪২	৪৭২৫৯৩০৭	৮৬৬	৮৪৩
২০১৭-১৮	২৪৯১৩	৪৮৯৮৬২৩০	৪১২	২১৪
২০১৮-১৯	৩৩১১১	৬১৮২৪৬৩৫	৫৬২	২০৭
২০১৯-২০	১০৮৫৮	২৩০৪৩৭৬০	১১১	৭২
২০২০-২১	১৯০১৮	২৯১৩৮১২০	২০৭	১৯০

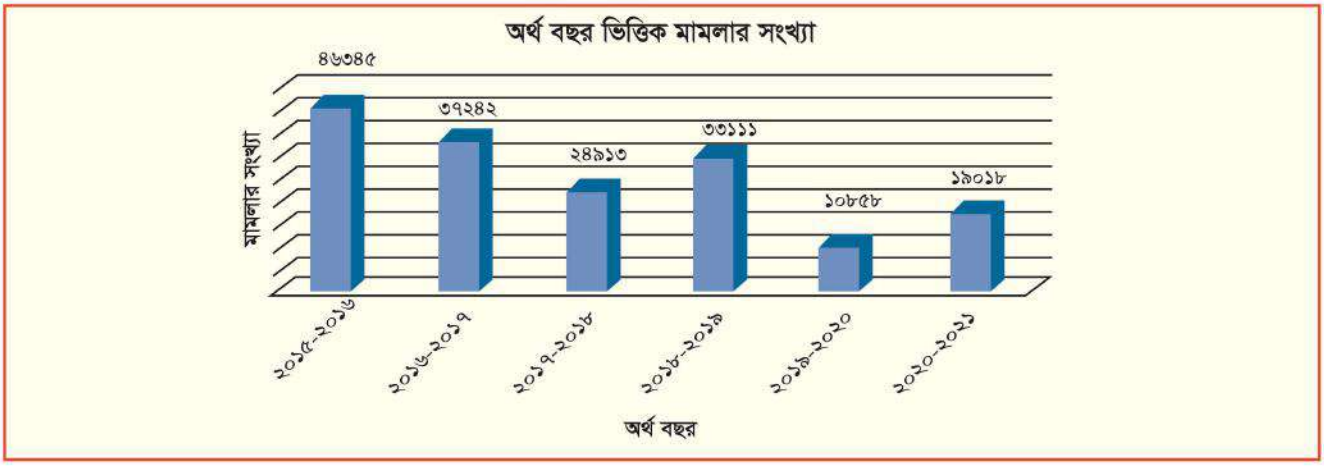

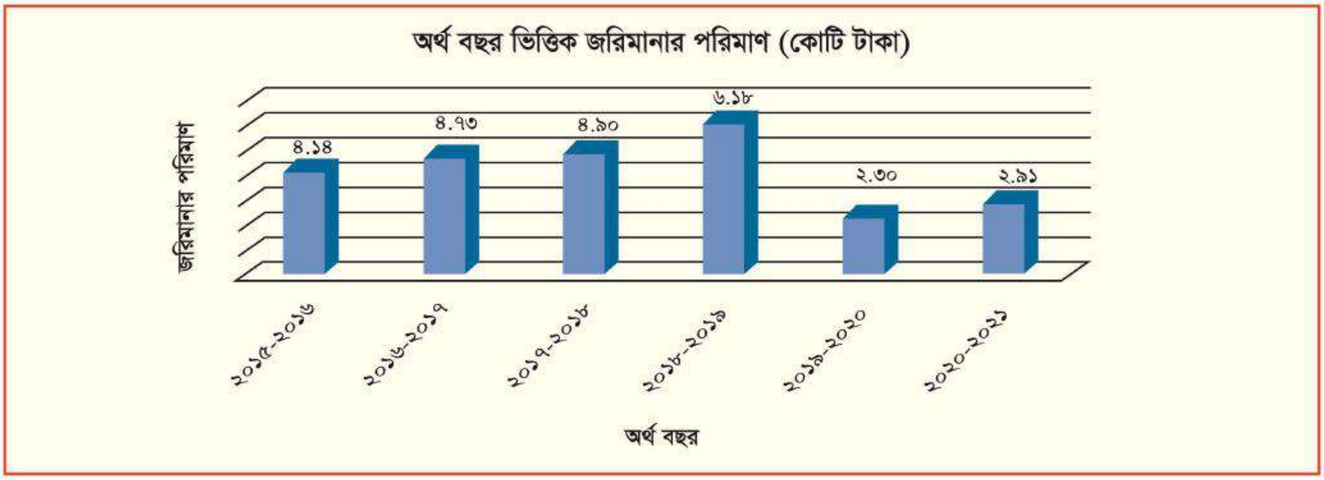

বিআরটিএ'র এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৯,০১৮ টি মামলার মাধ্যমে ২,৯১,৩৮,১২০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে, ২০৭ জনকে কারাদন্ড প্রদান এবং ১৯০ টি যানবাহনকে ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

রোড সেফটি সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমঃ

(ক) সড়কে শৃঙ্খলা জোরদার ও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণসহ নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিয়মিত বিতরণ করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী প্রায়শঃই নিজে উপস্থিত থেকে জনগণকে সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত বিভিন্ন প্রকার ৯,১১,৬৯১টি লিফলেট ও ৫,২৮,৩৫০টি স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে। এতদব্যতীত, বিআরটিএ কর্তৃক বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিতভাবে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বক্তব্য/বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ

বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান কর্তৃক জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ

সড়ক নিরাপত্তা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারনা

গণপরিবহন চালক ও যাত্রীদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ

সড়ক নিরাপত্তায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিআরটিএ'র প্রচারণা কার্যক্রমের বছরভিত্তিক চিত্র -

অর্থ বছর	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		
	পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি	লিফলেট	পোষ্টার/স্টিকার
২০০৮-২০০৯	১৫০	২৫০০০	২০০০
২০০৯-২০১০	৩২০	৩৪০০০	২০০০
২০১০-২০১১	৪১১	৫২০০০	১০০০০
২০১১-২০১২	৫০০	৩২৫০০০	৬২৫০০০
২০১২-২০১৩	৬৬১	৩৫০০০০	৬৭৫৫০০
২০১৩-২০১৪	৬০৬	১৪৮০০০	৩১২০০০
২০১৪-২০১৫	৩০১	২১২০০০	৪৭০০০০
২০১৫-২০১৬	৪৮০	৩৫০০০০	৩৩৭০০০
২০১৬-২০১৭	৪০৭	৭০৬০৮৩	৩১৯২৫৩
২০১৭-২০১৮	৪৪৫	৮২১৪৭৮	৪৯৭৫৬৬
২০১৮-১৯	৪৯১	১০০১৮৪২	৪৬৭৩৫৩
২০১৯-২০	৩৩৯	৮৫৭৫৪৯	৪২২৮৯৮
২০২০-২১	৪৫৫	৯১১৬৯১	৫২৮৩৫০
মোট	৫৫৬৬	৫৭৯৪৬৪৩	৪৬৬৮৯২০

এছাড়া বিআরটিএ কর্তৃক বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিতভাবে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বক্তব্য/ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভাগীয় ও জেলা শহরে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে বিআরটিএ'র উদ্যোগে রোড-শো, র‍্যালি, সভা-সমাবেশ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

অর্থ বছর	স্কুল-কলেজে সভা-সমাবেশ		সেমিনার/সমাবেশ	
	সংখ্যা	অংশগ্রহনকারী	সংখ্যা	অংশগ্রহনকারী
২০১৪-২০১৫	৫৭	২৬৬৪০	৫	২৭০০
২০১৫-২০১৬	৫৭	২৯৮৬৯	৬০	২১৬৭২
২০১৬-২০১৭	৭৯	১৬১৩০	৬৮	২৪০৭৬
২০১৭-২০১৮	৯৫	২০০৪৪	৯৮	২৯৮৩১
২০১৮-২০১৯	১৫০	৩৫৬৪৪	১২৪	৪৩২৯৩
২০১৯-২০২০	৭৮	১০৭১৩	৭০	২২২৫০
২০২০-২১	০০	০০	৭২	৯৩৮৪

স্কুলের শির্ক্ষাথী কর্তৃক সড়ক নিরাপত্তামূলক র্কাযক্রমে অংশগ্রহণ

সড়ক নিরাপত্তামূলক বিষয়ের উপর স্কুলের শিক্ষাথীদরে প্রশিক্ষণ

(খ) জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্তঃ প্রতি ৩/৪ বছর পর পর জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৪ প্রণয়নাধীন রয়েছে। কর্মপরিবল্পনার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিআরটিএ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করা হয়।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পেশাজীবী গাড়ি চালকদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণঃ

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দক্ষ ও মানবিক গুনসম্পন্ন মোটরযান চালক তৈরীর লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক পেশাজীবী মোটরযান চালকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নকালে সারাদেশে পেশাজীবী মোটরযান চালকদের ০২ দিনব্যাপী রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আগস্ট/২০২১ পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৫,৩২,৩৫৬ জন পেশাজীবী মোটরযান চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৭৬,০৮৮ জন পেশাজীবী মোটরযান চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রাফিক পুলিশ কর্মকর্তা, ডাক্তার, রোড সেফটি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিআরটিএ'র কর্মকর্তাগণ। প্রশিক্ষণকালে মোটরযান চালকদের খাবার ও ভাতা প্রদান করা হয়।

বিআরটিএ আয়োজিত রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বুয়েটের এআরআই এর রিসোর্স পার্সন কর্তৃক পেশাদার মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণ

পেশাদার মোটরযান চালকদের দুইদিন ব্যাপী রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ কর্মশালা

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর থেকে ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের পূর্বে পেশাজীবি গাড়িচালকদের পেশাগত দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের বছরভিত্তিক তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	পেশাজীবি গাড়িচালক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২০০৮-২০০৯	৩,০০০
২০০৯-২০১০	৮,২৫০
২০১০-২০১১	১৮,০০০
২০১১-২০১২	২৫,১০০
২০১২-২০১৩	২৯,৪৭০
২০১৩-২০১৪	২৩,৫৮৫
২০১৪-২০১৫	১৭,৮৮৪
২০১৫-২০১৬	২৫,০৮৩
২০১৬-২০১৭	৫২,৬৭০
২০১৭-২০১৮	৮৪,০১৯
২০১৮-২০১৯	১,০২,১৭৯
২০১৯-২০	৭৪,৫২৯
২০২০-২১	৭৬,০৮৮

এছাড়াও বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান (যেমন: পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, এনএসআই, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, পরিসংখ্যান ব্যুরো ইত্যাদি) হতে গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে বিআরটিএ হতে প্রশিক্ষক প্রেরণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ খ্রিঃ অর্থ বছরে ৬টি সেশনে প্রায় ২০০ জন গাড়ীচালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে ৭৬,০৮৮ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন ও সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০২০-২১ খ্রিঃ অর্থ বছরে ৭০ জন ট্রাফিক পুলিশকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন ও ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স

অভিজ্ঞ ও দক্ষ গাড়িচালক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ১৩৯টি ড্রাইভিং স্কুলকে এবং ২৭০ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৬ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিআরটিএ'র উলেখযোগ্য কার্যক্রম;
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে উলেখযোগ্য কার্যক্রম

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে বিআরটিএ সদর কার্যালয়সহ বিভাগীয় ও সার্কেল অফিস আলোকসজ্জা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

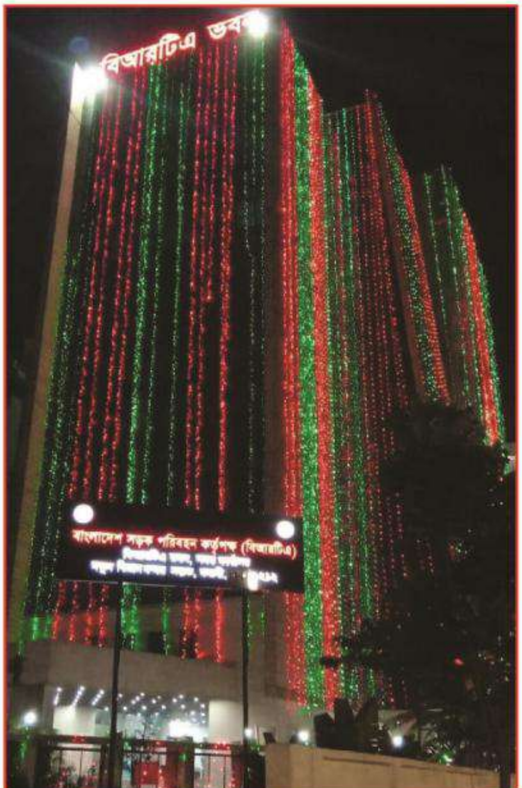

বিআরটিএ ভবনে আলোকসজ্জা

- গত ১৫/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখে বিআরটিএ এর চেয়ারম্যান জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার এঁর সভাপতিত্বে সদর কার্যালয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ইউছুব আলী মোলা সহ বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা সভা এবং মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল

- বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর লোগো সম্বলিত উজ্জ্বল রং এঁর পতাকা এবং বড় বেলুন উড়ানো হয়।

বঙ্গবন্ধুর লোগো সম্বলিত বড় বেলুন

- বিআরটিএ সদর কার্যালয় রঙিন পতাকা ও ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

বিআরটিএ ভবন সজ্জিতকরণ

বিআরটিএ ভবন সজ্জিতকরণ

- পহেলা জুলাই/২০২০খ্রিঃ হতে ৩০ জুন/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত "নিপীড়িত মানবের মুক্তির মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান" এবং "বাংলাদেশকে জানতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানতে বাংলাদেশকে জানো" সম্বলিত ১,৪৩,০২৮টি স্টিকারসহ লিফলেট এবং পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। স্টিকার/লিফলেট বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

Banner Roman
Size: 4'x18'
Qty: 02Pcs

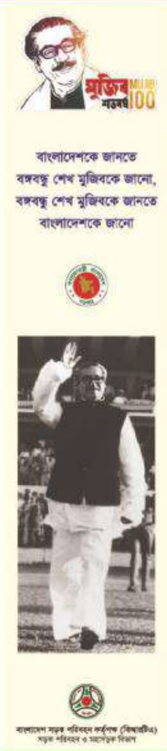

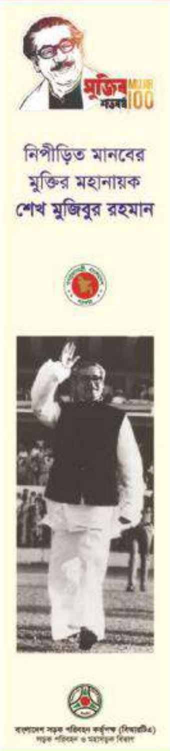

বিতরণকৃত লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার, ব্যানার

- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে গত ২০ - ২৪শে সেপ্টেম্বর/ ২০২০ এবং ২৮শে মার্চ -০৪এপ্রিল/২০২১ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকল্পে দেশব্যাপী বিআরটিএ'র সকল সার্কেল অফিসে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালিত হয়। বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালনের বিষয়ে লিফলেট/পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

বিআরটিএ'র "বিশেষ সেবা সপ্তাহে" বিআরটিএ'র বিভিন্ন সার্কেল অফিস থেকে সরাসরি নিম্নবর্ণিত ৪টি সেবা প্রদান করা হয়ঃ

- ⇨ বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে ইউজার নিবন্ধনে সহায়তা প্রদান;
- ⇨ অনলাইনে লার্ণার ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান;
- ⇨ অনলাইনে মোটরসাইকেল রেজিস্ট্রেশনের আবেদন গ্রহণ;
- ⇨ মোটরযানের ফিটনেস এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ সংক্রান্ত সেবা প্রদান (শুধুমাত্র ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, ২, ৩ ও ঢাকা ।

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক বিশেষ সেবা সপ্তাহ ২০২০ উদ্বোধন (ভার্চুয়ালি)

বিশেষ সেবা সপ্তাহ ২০২১ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে
মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় (ভার্চুয়ালি)

মাঠ পর্যায়ে সেবা সপ্তাহ পালন

বিশেষ সেবা সপ্তাহ ২০২০ ও ২০২১ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন

- মুজিব বর্ষের লোগো ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণে মুজিব বর্ষের লোগো সম্বলিত ক্যাপ, কোটপিন, কলম, ফুলদানি, খাম ইত্যাদি তৈরি করে বিতরণ করা হয়েছে।

ক্যাপ, কোটপিন, কলম, ফুলদানি, খাম ইত্যাদির নমুনা

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের অংশ হিসাবে গত ০৬/০৩/২০২১ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে বিআরটিএ'র ০৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর মাজার জিয়ারত এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

- গত ১৭ মার্চ ২০২০, ১৫ আগস্ট ২০২০ এবং ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে বিআরটিএ'র প্রতিনিধি দল ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বিআরটিএ ভবনে মুজিব কর্ণার স্থাপনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে বিআরটিএ ভবনের নীচ তলায় 'মুজিব কর্ণার' নির্মাণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শ, বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও গুরুত্বপূর্ণ ছবিসহ মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিষয়াদি মুজিব কর্ণার এ যুক্ত করা হয়েছে। এভাবেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ছোঁয়ায় সযত্নে তুলে ধরা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের নীচ তলায় 'মুজিব কর্ণার'

বিআরটিএ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম প্রদর্শনে এলইডি ডিজিটাল স্ক্রিন স্থাপনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার উদযাপনের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত ০৫.১১.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের মূল গেটের বাম পার্শ্বে মাটি থেকে ১২ ফুট উপরে আড়াআড়িভাবে উপরে ২০ ফিট। ১৩ ফুট সাইজের এলইডি ক্রিন স্থাপন করা হয়েছে। বিআরটিএ কর্তৃক জনগণকে প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল এলইডি ডিজিটাল স্ক্রিনে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের মূল গেটের সামনে স্থাপিত এলইডি ডিজিটাল স্ক্রিন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে উলেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র কর্মকর্তাগণের মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর "কারাগারের রোজনামচা" ও "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" বই দুটির উপর অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা জন্য বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় এবং সার্কেল অফিসসমূহে বই ২টি বিতরণ করা হয়। অনলাইন ভিত্তিক প্রতিযোগীতা ১৯-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে আয়োজনের লক্ষ্যে google ফরমের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র তৈরি এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। প্রতিযোগিতায় মোট ১১০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে। উপপরিচালক ও সমপর্যায়ে ০৩ জন, সহকারী পরিচালক ও সমপর্যায়ে ০৫ জন এবং মোটরযান পরিদর্শক/সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পর্যায়ে ০৫ জন সর্বমোট ১৩ জন কর্মকর্তাকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দিয়ে পুরুস্কৃত করা হয়।

"কারাগারের রোজনামচা" ও "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" বই দুটির উপর অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা

(খ) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ২০২১খ্রিঃ তারিখে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসে আলোকসজ্জা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

(গ) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে থিম সংগীত বাজানো হয়।

(ঘ) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে বিআরটিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

(ঙ) বিআরটিএ'র দাপ্তরিক পত্রে মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

(চ) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিআরটি'র ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার স্থাপন করা হয়।

(ছ) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরটিএ'র সকল বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসে কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে সম্পাদিত বিআরটিএ'র উলেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ক্রয়
- হেড অফিসে 'বায়োমেট্রিক উপস্থিতি' সিস্টেম চালু
- সকল শাখা অফিসে 'বায়োমেট্রিক উপস্থিতি' সিস্টেম চালু
- হেড অফিস হতে সার্কেল অফিসের দাপ্তরিক কাজ মনিটরিং
- ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ক্রয়
- LED সাইনবোর্ড নির্মাণ এবং কনফারেন্স রুমের জন্য ০২ টি স্মার্ট টিভি ক্রয়
- বিআরটিএ ভবনের সামনে LED ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন
- ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি অটোমেশন
- সাম্প্রতিক সময়ে চালুকৃত অন্যান্য সেবাসমূহ
- মোটরযান চালকদের ডোপ টেস্ট শুরু করার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন
- বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণ, বিস্তার রোধ ও প্রতিকারে গৃহীত কার্যক্রম
- একনজরে ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের চিত্র
- ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা, চ্যালেঞ্জসমূহ

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ ও আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দালাল মুক্ত পরিবেশে জনসেবা নিশ্চিত করতে বিআরটিএ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিআরটিএ বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে মোটরযান কর ও ফি আদায়ের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্তর্গত মোটরযান ব্যবহার জনিত অগ্রিম ও অনুমিত আয়কর এবং ভ্যাট আদায় করছে। সার্কেল অফিসের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে এবং এর কার্যক্রমে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উন্নত ধ্যান ধারণার সমন্বয় ঘটিয়ে গ্রাহকসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বিআরটিএ বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন করেছে।

হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ক্রয়ঃ

আধুনিক যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যপকতা দেশের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি নিশ্চিত করা সম্ভব। দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা, ন্যায়পরায়নতা বৃদ্ধি করা, দ্রুত সরকারী সেবা জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছানো নিশ্চিত করতে বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি-কে সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ২য় বিষয় হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা। বিআরটিএ'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ই- গভর্নেন্স জনসেবা দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের সম্পৃক্ততা পর্যায়ক্রমে আরো বাড়াতে হবে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা আধুনিক বিশ্বে যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি চৌকস কর্মী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। যদিও বাংলাদেশে এই ক্ষেত্রটি নতুন তবুও বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে এই পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মক্ষমতার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে ঐ প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। স্বাভাবিক ভাবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যার অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। সফটওয়্যার এর মাধ্যমে এক নিমিষেই কর্মী ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ে খুব সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী সকল কর্মীদের চাকুরীকালীন সময়ে তার অফিস সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ব্যবস্থাপনার জন্য মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার এর গুরুত্ব অপরিসীম।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে যে সকল বিষয় সংযোজিত রয়েছে তা নিম্নরুপঃ

১. ই-রিক্রুটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট
২. এমপ্লয়মেন্ট ম্যানেজমেন্ট
৩. হাজিরা ম্যানেজমেন্ট
৪. পে-রোল ম্যানেজমেন্ট
৫. ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট
৬. ছুটি ম্যানেজমেন্ট
৭. বদলী ম্যানেজমেন্ট
৮. মূল্যায়ন ম্যানেজমেন্ট
৯. পদোন্নতি ম্যানেজমেন্ট
১০. এমপ্লয়ী মনিটরিং ম্যানেজমেন্ট (সিসি ক্যামেরা মাধ্যমে)

বিআরটিএ'র কাজে আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার' ক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। ইতোমধ্য নির্বাচিত টেন্ডারারকে কারযাদেশ দেয়া হয়েছে এবং এর কার্যক্রম আগস্ট ২০২১ খ্রি. এর মধ্য শেষ হবে।

হেড অফিসে 'বায়োমেট্রিক উপস্থিতি' সিস্টেম চালু ঃ

যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান চাকরি আইন ২০18 ও সরকারী কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৯ অনুযায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারীগনের জন্য বাধ্যতামূলক। বিআরটিএ'র কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন, মান সম্মত নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ

ও সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগনের যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহনের নিমিত্ত 'বায়োমেট্রিক উপস্থিতি' সিস্টেম চালু করা হয়েছে যা ২৩/০৮/২০২০তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগন বিআরটিএ ভবনের নীচতলায় স্থাপিত বায়োমেট্রিক হাজিরা আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করে সময়মতো অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করছেন। এতে কর্মকর্তা/ কর্মচারী গনের অফিসে আগমন ও প্রস্থান সময় রেকর্ডভুক্ত থাকে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত অফিসে উপস্থিতি/হাজিরা মনিটরিং করা হয়। এছাড়ও বিআরটিএ'র বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসসমূহে সিসিটিভি স্থাপনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিংয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ব্যতীত অন্যান্য সকল শাখা অফিসে 'বায়োমেট্রিক উপস্থিতি' সিস্টেম চালুঃ

বিআরটিএ'র সকল অফিসে কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন, মান সম্মত নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র কর্মকর্তা/ কর্মচারীগনের যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করতে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ব্যতীত অন্যান্য যে ৭৭ টা শাখা অফিস রয়েছে , সেই ৭৭ টা শাখা অফিসের জন্য ৮০ টি "বায়োমেট্রিক এটেন্ডেঞ্জ ডিভাইজ"-এর ক্রয় প্রক্রিয়া ইজিপি সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইজিপি সিস্টেমে মুল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গত ১৯/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিজয়ী টেন্ডারার বরাবর Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে নির্বাচিত টেন্ডারার কার্যক্রম শুরু করেছে।

হেড অফিস হতে ৭৭ টি সার্কেল অফিসের দাপ্তরিক কাজ মনিটরিং

বিআরটিএ'র কাজে আরো গতিশীলতা আনয়ন ও দালাল মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। এমপ্লয়ী মনিটরিং ম্যানেজমেন্ট ও ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার ডেভেলপ এবং প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার যথা ডিভিয়ার মেশিন, সিসি ক্যামেরা, কম্পিউটার রাউটার, ইএমএস সিস্টেম, টিভি মনিটর, ইউপিএস, প্রসেস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্রয় এবং ইন্সটল করার মাধ্যমে হেড অফিস হতে ৭৭ টি সার্কেল ও বিআরটিএ অফিসের দাপ্তরিক কাজ মনিটরিং করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। ওটিএম পদ্ধতিতে এ অথরিটির জন্য হেড অফিস ও ৭৭ টা শাখা অফিসের জন্য 'ইমপয়ী/ভিজিটর মনিটরিং ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস ক্রয় করার নিমিত্ত TOR তৈরি এবং বাজার মুল্য যাচাই করে দাপ্তরিক প্রাক্কলন ও কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুতের জন্য ৩ সদস্যের কারিগরি ও দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিআরটিএ'র সার্কেল অফিস ব্যতীত অন্যান্য সকল অফিসের জন্য ২৮৬ টি সিসি ক্যামেরা, বিআরটিএ প্রধান কার্যালয় থেকে এসব সিসি ক্যামেরা সরাসরি মনিটরিং করার নিমিত্ত পাঁচটি ৫৫ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি/মনিটর, সব সিসি ক্যামেরার সাথে হেড অফিসের সংযোগের স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা কানেক্টিভিটিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসের ক্রয় প্রক্রিয়া ইজিপি সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইজিপি সিস্টেমে মুল্যায়ন শেষে গত ১৯/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিজয়ী টেন্ডারার বরাবর Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়েছে এবং সকল সার্কেল অফিসের জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন প্রক্রিয়া অচিরেই সম্পন্ন হবে।

ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ক্রয়ঃ

বিআরটিএ'র কাজে আরো গতিশীলতা আনয়ন ও সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এ অথরিটির হেড অফিসের জন্য ভিজিটর মনিটরিং ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস (সফটওয়্যার/হার্ডওয়্যার) ক্রয় করার নিমিত্ত TOR তৈরি এবং বাজার মুল্য যাচাই করে দাপ্তরিক প্রাক্কলন ও ইড়ছ প্রস্তুতের জন্য ০৪ সদস্য কারিগরি ও দাপ্তরিক প্রাক্কলন পস্তুত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের 'ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' ক্রয়ের টেন্ডার আহ্বানের নিমিত্ত দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করেছে। বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের 'ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' ক্রয় কাজটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং RFQ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

LED সাইনবোর্ড নির্মাণ এবং কনফারেন্স রুমের জন্য ৫০ ইঞ্চি করে ০২ টি স্মার্ট টিভি ক্রয়ঃ

বিআরটিএ ভবনের শীর্ষে RCC-সহ ১টি LED/ ডিজিটাল সাইবোর্ড এবং মূল গেইটের পার্শ্বে আড়াআড়ি ভাবে ১টি LED সাইবোর্ড নির্মাণ/স্থাপনের জন্য ৩ (তিন) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি দাপ্তরিক প্রাক্কলন কমিটি গঠন করা হয়। সেমতে গঠিত কমিটি কর্তৃক নির্মাণ কাজটির সম্ভাব্য ব্যয় সরজমিনে যাচাই-বাছাই, পরিমাপ করে বাস্তবতার নিরিখে BoQ Quantity প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের সদর কার্যালয় তথা বিআরটিএ ভবনের শীর্ষে RCC-সহ ১টি LED/ ডিজিটাল সাইবোর্ড এবং মূল গেইটের পার্শ্বে আড়াআড়িভাবে ১টি LED সাইবোর্ড নির্মাণ / স্থাপন কাজটি RFQ এর মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। একইভাবে RFQ পদ্ধতিতে বিআরটিএ ভবনের কনফারেন্স রুমের জন্য ৫০ ইঞ্চি করে ০২ টি স্মার্ট টিভি, ক্যাবল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের মুল গেটের বাম পার্শে মাটি থেকে ১২ ফুট উপরে আড়াআড়ি ভাবে উপরে (২০ ফিট * ১৩ ফুট) সাইজের একটি LED ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা যা উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার ইজিপি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি অটোমেশনঃ

সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে দক্ষ চালকের ভূমিকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে বিআরটিএ কর্তৃক চালকের যে ড্রাইভিং পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তা যথার্থ মান সম্পন্ন নয়। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার অন্যতম অংশ যথা-রোড টেস্ট গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া, যে পদ্ধতিতে ফিল্ড পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে সব সময় সঠিক মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। উলেখ্য যে, ড্রাইভিং পরীক্ষায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা ছাড়াও ফিল্ড টেস্ট ও রোড টেস্ট গ্রহণ করতে হয়। মৌখিক পরীক্ষা ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষায় অটোমেশন/ডিজিটালাইজেশন করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে কেবল একটি সার্কেল অফিসে অপেশাদার চালকদের লিখিত পরীক্ষা পাইলট ভিত্তিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হচ্ছে। ড্রাইভিং পরীক্ষা অটোমেশনের আওতায় একটি সেন্ট্রালাইজড ও ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়ারের সাহায্যে সকল সার্কেল অফিসে লিখিত ড্রাইভিং পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এতদ্ব্যতীত ফিল্ড ও রোড টেস্ট এর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা অধিগ্রহণ করত একই ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়ার ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এর সাহায্যে ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এভাবে ড্রাইভিং পরীক্ষার প্রতিটি ধাপে অটোমেশন করা হলে পরীক্ষায় স্বচ্ছতা আনয়নসহ সহজে ও নির্ভূলভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

ড্রাইভিং লাইসেন্সের লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ড্রাইভিং ট্র্যাক, র‌্যাম্প, ড্রাইভিং সিমুলেটর ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হলে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটালি দক্ষতা যাচাই করে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা সম্ভব হবে;

সাম্প্রতিক সময়ে চালুকৃত অন্যান্য সেবাসমূহঃ

- অন-লাইনে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স এর আবেদন ও ঘরে বসেই প্রিন্ট করা;
- অন-লাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর আবেদন দাখিল ও বায়োমেট্রিক্স এর এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ;
- অনলাইনে (বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি): http://bsp.brta.gov.bd/) এর মাধ্যমে মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম গত ০৭ জুন ২০২০ থেকে চালু করা হয়েছে।
- রাইড শেয়ারিং কোম্পানী কর্তৃক অন-লাইনে তালিকাভুক্তির আবেদন ও ঘরে বসেই সার্টিফিকেট প্রিন্টিং;
- রাইড শেয়ারিং মোটরযানের তালিকাভুক্তির আবেদন ও ঘরে বসেই সার্টিফিকেট প্রিন্ট;
- মোবাইল অ্যাপস্ (BRTA Sheba) এর মাধ্যমে বিআরটিএ'র সেবাসমূহের কর/ফি প্রদান;
- মোটরযানের ফিটনেস কার্যক্রমে সময়ক্ষেপণ ও ভিড় এড়াতে ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ থেকে ঢাকা মহানগরীর ৪টি অফিস থেকে অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- অন-লাইনে প্রদেয় সেবাসমূহ পেতে অসুবিধা লাঘবে বিআরটিএ'র কলসেন্টার (১৬১০৭) চালু;
- মোটরকার, জীপ ও মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে তৈরির সন হতে ৫ বছর এবং পরবর্তীতে প্রতি ২ বছর অন্তর ফিটনেস নবায়নের সুযোগ;
- বিআরটিএ'র যেকোনো সার্কেল থেকে যে কোনো মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন সার্টিফিকেট প্রদান;
- ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা আরও স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত করার লক্ষে যেদিন পরীক্ষা হবে ঐ দিনে রেজাল্ট দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- এছাড়াও বিআরটিএ'র ০৩ জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে সার্বক্ষণিকভাবে ঢাকার ০৩ টি সার্কেলে দালালমুক্ত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকল্পে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে;
- কোন প্রকার গ্রাহক হয়রানী বা দালালের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গেলে কিংবা অফিসের/দাপ্তরিক কাজে কোন প্রকার দালালের সাথে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংশ্লেষ ও আর্থিক লেন-দেন এর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা সহ বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহন করা হচ্ছে;
- মালিকানা সংক্রান্ত সকল তথ্য আর্কাইভ করা হচ্ছে। নিবন্ধিত যত গাড়ী আছে সবগুলো গাড়ীর তথ্য আর্কাইভ করা হচ্ছে। আর্কাইভকৃত তথ্যগুলো হলো:- (ক) আবেদন ফরম, (খ) ছবিসহ আবেদন ফরম, (গ) পারচেজ ডকুমেন্টস ও (ঘ) কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স। আর্কাইভ সম্পন্ন হলে মালিকানা বদলী সহজ হবে;
- হালকা থেকে মধ্যম এবং মধ্যম থেকে ভারী মোটরযান চালানোর ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার শর্ত সরকার কর্তৃক শিথিল করায় গণপরিবহনের চালকদের মধ্যে মধ্যম ও ভারী মোটরযান চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগের মতো চালকদের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন বা জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে মোটরযান চালানোর মানসিকতা কমে এসেছে।

- বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিসের ডাটাসমূহ নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়্যাল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে মিরপুরস্থ Vehicle Inspection Center (VIC) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিআরটিএ সেবা পোর্টালের (bsp.brta.gov.bd) মাধ্যমে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ অধিকাংশ সেবার আবেদন গ্রাহকগণ অনলাইনে ঘরে বসেই করতে পারছেন। মোটরযানের ফিটনেস কার্যক্রমে সময়ক্ষেপণ ও ভিড় এড়াতে ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ থেকে ঢাকার ৩টি মেট্রো সার্কেল অফিসে অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণ, বিস্তার রোধ ও প্রতিকারে গৃহীত কার্যক্রম ঃ

- বিআরটিএ সদর কার্যালয়সহ বিভাগীয় ও সকল সার্কেল অফিসের সামনে, গেটে এবং দৃশ্যমান স্থানে 'মাস্ক পরিধান ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ / No Mask No Entry' অথবা 'মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন / Wear Mask, Get Service' লিখিত ব্যানার / বিলবোর্ড / স্টিকার / পোস্টার স্থাপন করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট অফিসে আগত সেবা গ্রহীতাগণের মাস্ক পরিধান বাধ্যতামুলক করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ সংক্রমণের সম্ভাব্য Second Wave এর ঝুঁকি মোকাবেলায় অপ্রয়োজনীয় জামায়েত, সভা, সেমিনার সীমিত করা হয়। প্রয়োজনে জুম-এ সভা আহবান করা হয়। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কোভিড-১৯ সংক্রমণের আশংকা করা হলে বাসায় থেকে অনলাইনে/ ই-নথিতে / প্রয়োজনে জুম-এ জরুরী দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করা হয়।
- অফিসের মেইন প্রবেশ পথে এবং প্রত্যক ফ্লোরে হ্যান্ড সেনিটাইজার সরবরাহ করা হয়। অফিসে প্রবেশ পথে তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র স্থাপন করা হয়। সেবা প্রত্যাশীদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব মেইনটেন নিশ্চিত করা হয়।
- মাস্ক পরিধান বা স্বাস্থ্য বিধি না মানা হলে শাস্তির আওতায় আনার লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জোরদার করা হয়।
- পাবলিক পরিবহনে মাস্ক পরিধান না করে বা স্বাস্থ্য বিধি না মেনে কোন যাত্রীকে যাতে পরিবহনে উঠানো না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবহন সেক্টরে পত্র দেয়া হয়।
- স্বাস্থ্য বিধি মেনে গণপরিবহন পরিচালনা, ভ্রমনের আগে ও পরে গণপরিবহনসমূহ জীবানুমুক্ত করা, যানবাহনের মালিকগণকে যাত্রীগণের হাতব্যাগ, মালপত্র জীবাণুনাশক ছিটিয়ে জীবানুমুক্ত করা, বাসে উঠার ক্ষেত্রে সামাজিক দুরত্ব বজার রাখা, যাত্রী, গাড়ি চালক, চালকের সহকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মাস্ক/হ্যান্ড গ্লাভস পরিধান এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিত করা, বাস টার্মিনালগুলোতে সাবান পানির ব্যবস্থা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, আসন সংখ্যার অতিরিক্ত কোনো যাত্রী পরিবহন না করার বিষয়গুলো নিশ্চিত করার জন্য পরিবহন সেক্টরে পত্র দেয়া হয়।
- গণপরিবহনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।

বিআটিএ ভবনে স্থাপিত ক্রস ব্যানার

মোটরযান চালকদের ডোপ টেস্ট শুরু করার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন ঃ

গত ২২ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে "জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২০" এর আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোটরযান চালকগণ মাদকাসক্ত কি-না তা জানতে ডোপ টেস্ট করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে মোটরযান চালকগণের ডোপ টেস্ট কীভাবে, কী পদ্ধতিতে ও কোথা থেকে তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় এ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত পুলিশ বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিআরটিএ-সহ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। গঠিত কমিটির বিশেষজ্ঞ মতামতের আলোকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নির্দেশে এসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

একনজরে ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের চিত্র

- ২০-২১ অর্থ বছরে ৫টি মেট্রো সার্কেল এবং ৫৭ টি জেলা সার্কেল অফিসের মাধ্যমে ৪,২৪,৫৩০ টি মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫,০৭,০৪১টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৫,৬৯,১৯১টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট মোটরযান মালিকের নিকট বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪,১৭,০৭৬ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৪,২৭,৪৩৩ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪,৬২,০৯৩টি পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬,৭৫,৪৬০টি ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২,০০,১৬০টি রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে মোটরযান কর ও ফিসহ অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শূল্ক বাবদ সর্বমোট ৩৫৪৩.৭৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত বিভিন্ন প্রকার ৯,১১,৬৯১টি লিফলেট ও ৫,২৮,৩৫০টি স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৬ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৭৬,০৮৮ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে সড়ক নিরাপত্তা,ট্রাফিক আইন ও সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- বিআরটিএ'র এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের মাধ্যমে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৯,০১৮ টি মামলায় ২,৯১,৩৮,১২০ টাকা জরিমানা আদায়, ২০৭ জনকে কারাদন্ড প্রদান এবং ১৯০ টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২১,৬০৬টি মোটরযানের বিপরীতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।
- দূরপালার যানবাহনে একটানা ৫ ঘন্টার বেশী গাড়ি না চালানো, চালক ও হেল্পারদের প্রশিক্ষণ প্রদান, হেল্পারদের দিয়ে গাড়ি না চালানো, মোটরযানের ফিটনেস সর্টিফিকেট প্রদানের সময় গাড়ি ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, দুর্ঘটনা ঘটলে চালকদের আক্রমন বা গাড়ির ক্ষতি না করা, ওভারটেকিং এর মতো অসুস্থ প্রতিযোগীতা বন্ধ করা, করোনাকালে চালক, হেল্পার, যাত্রীসহ সকলকে মাস্ক পরা, মহাসড়কে গাড়ির গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ করা, মোটরযান চালকদের ডোপ টেস্ট করা, স্কুল পর্যায়ে ট্রাফিক আইন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা চালানো, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের সময় প্রার্থীর দক্ষতা ভালো করে যাচাই করা ইত্যাদি সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
- মহাসড়কে যত্রতত্র যাত্রী উঠানামা ও রাস্তা পারাপার বন্ধ করা, মালবাহী ট্রাকে যাত্রী পরিবহন বন্ধ করা, স্পেসি ফিকেশন বহির্ভুত মোটরযানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ফিটনেসবিহীন ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রন করা ইত্যাদি

বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এসব কার্যক্রমে পুলিশ বিভাগ ও পরিবহন মালিক সমিতির সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে।

- নিবন্ধিত মোটরযানের তথ্যসহ মালিকানা সংক্রান্ত সকল তথ্য আর্কাইভ করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনাঃ

- ❑ বিআরটিএ'র সেবা সহজীকরণের জন্য সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা;
- ❑ উপজেলা পর্যায়ে বিআরটিএ'র সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- ❑ ঢাকার ইকুরিয়া, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগীয় শহরে ৪টি ভিআইসি চালুকরণ ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে ভিআইসি স্থাপন;
- ❑ স্বল্প মেয়াদে বৃহত্তর ৫ জেলায় BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multi purpose Center (BMDTTMC) স্থাপন;
- ❑ মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিআরটিএ'র অবশিষ্ট প্রতিটি মেট্রো ও জেলা সার্কেল অফিসে BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপন;
- ❑ বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে মিডিয়া ও পাবলিকেশন, ট্রান্সপোর্ট প্যানিং, গবেষণা ও উন্নয়ন, রোড এক্সিডেন্ট ইনভে-স্টিগেশন, প্রকিউরমেন্ট এবং রাইড শেয়ারিং এর জন্য পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) এর ৬ (ছয়) টি নতুন পৃথক শাখা চালু করা;
- ❑ বিআরটিএ'র যেকোনো সার্কেল থেকে অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন চালুকরণ।
- ❑ সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়ন ও সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সড়ক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) শাখা প্রতিষ্ঠা করা।
- ❑ অডিও- ভিজ্যুয়াল ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ৩ বছর মেয়াদে ৮ কোটি মানুষ, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারক ারীকে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ এবং এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশের সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক "সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত গবেষণা,প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৪) বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❑ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন।

চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের কারণে ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা গ্রহণ এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি।

- বিআরটিএ-কে পেপারলেস সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেমে সকল প্রকার ফিজিক্যাল ইন্টারফেস ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং সকল জেলায় BRTA Office cum Motor Driving Test ing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপন। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

পঞ্চম অধ্যায়

- সংযুক্তিঃ বিআরটিএ সদর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য, সিটিজেন চার্টার, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২১ - জুন ৩০, ২০২২

সূচিপত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১ঃ দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২ঃ দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)........ ৬

সেকশন ৩ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা ৭

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্য পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিগত ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ মোট ৩ (তিন) অর্থ বছরে আধুনিক ও ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অংশ হিসেবে বিআরটিএ কর্তৃক ১৩.৮০ লক্ষ মোটরযানের ডিআরসি ইস্যু, ১৭.৯২ লক্ষ ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন, ১৫.৮৯ লক্ষ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, ১২.৬৬ লক্ষ রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন এবং মোটরযান সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে ৫০৮৮.৫০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে বর্নিনত ৩ অর্থ-বছরে মোট ২.৬২ লক্ষ পেশাদার মোটরযান চালককে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষতা ও সচেতনাতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে প্রায় ৭৯ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারে-ন্সিং এর মাধ্যমে 'বিআরটিএ ভবন'এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২০১৯-২০ অর্থ-বছর থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান, সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ফিটনেস নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, যে কোন সার্কেল হতে ফিটনেস নবায়নসহ ভাড়ায় চালিত নয় এরূপ মোটরকার, জিপ ও মাইক্রোবাসের একসাথে ২ (দুই) বছরের ফিটনেস প্রদান এবং সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ গত ১লা নভেম্বর ২০১৯৯ থেকে কার্যকর করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

সমস্যাঃ পর্যন্ত জনবল এবং জেলা পর্যয়ে সড়ক দুর্ঘটনা পরবর্তী অনুসন্ধান কার্যক্রমসহ জরুরী প্রয়োজনে যানবাহনের অভাব। চ্যালেঞ্জসমূহঃ জেলা পর্যায়ে বিআরটিএ'র নিজস্ব অফিস ভবনসহ মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা (লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক) গ্রহণের জন্য স্থায়ী অবকাঠামোসহ ড্রাইভিং ট্র্যাক, র‍্যাম্প, পরীক্ষার হল, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন শ্রেনীর বিশেষ মোটরযান সরবরাহ ও ড্রাইভিং সিমুলেটর স্থাপন; মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষার জন্য আধুনিক ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনা; বিআরটিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন; মোটরযানের কারিগরি মান নির্ধারণের নিমিত্ত (Standard and Testing) একটি আধুনিক অটোমোবাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন ও পরিচালনা; সড়ক দুর্যটনায় মৃত্যুর হার ৫০% এ কমিয়ে আনা; বিআরটিএ'র সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনয়ন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

আগামী ২০২২ সালের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস সিসিটিভির আওতায় আনয়ন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ; মানসম্পন্ন চালক সৃষ্টি ও সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে ২০২৫ সালের মধ্যে ঢাকাসহ ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙামাটি ও ফরিদপুর জেলা সদরে বিআরটিএ ভবনসহ ভিআইসি ও আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন মোটর ড্রাইভিং টেস্টিং, ট্রেনিং এন্ড মাল্টিপারপাস সেন্টার (BMDTTMC) নির্মাণ এবং পর্যয়ক্রমে ৬৪ জেলায় সম্প্রসারণ; ২০২২ সালের মধ্যে ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, মিরপুর এ ১২ লেন বিশিষ্ট আধুনিক ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) চালু করা; ২০২১-২২ অর্থ-বছর হতেই অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সেবা সহজে প্রাপ্তির জন্য অনলাইনে আবেদনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং পর্যায়ক্রমে সকল সেবা ডিজিটালাইজেশন করা; ২০২৩ সালের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক রিসার্চ সেল এবং মিডিয়া ও পাবলিকেশন উইং গঠন করা ।

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

ডিজিটাল রেজিঃ সার্টিফিকেট (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময় ৩৫ দিন থেকে ৩০ দিনে নামিয়ে আনা; ৪ লক্ষ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স মুদ্রন, ৩ লক্ষ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ; ৬০ হাজার পেশাদার মোটযান চালককে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১৬০০ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালক; ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফ্রি (রাজস্ব) আদায়ের প্রবৃদ্ধি ৬.৭% উন্নীত (২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায়)।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছাতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের ২৭ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

সেকশন ১

দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. মোটরযান ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন
২. সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ
৩. রাজস্ব আদায়
৪. বিআরটিএ'র সেবার মান উন্নয়ন

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদরে ক্ষেত্র

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. মোটরযান চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স, রুট-পারমিট ইত্যাদি প্রদান;
২. মোটরযান প্রস্তুতকারী ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান ওয়ার্কশপ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল, মোটরযান দূষণ পরীক্ষাকরী প্রতিষ্ঠার ইত্যাদির রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
৩. যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সার্ভিস কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ;
৪. সরকারি মোটরযান মেরামত ও অকেজো ঘোষণার নিমিত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;
৫. সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরযানের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;
৬. সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ;
৭. ট্রাফিক চিহ্ন, সংকেত, গতিসীমা ইত্যাদি নির্ধারণ;
৮. ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) অধিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় সমন্বিত রুটনেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৯. মোটরযানের টাইপ ও শ্রেণির নমুনা অনুমোদন এবং তদনুযায়ী নির্মাণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ;
১০. মোটরযানের এক্সেল লোড ও ওজনসীমা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;
১১. আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি গঠন ও এর কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;
১২. মোটরযানের কর ও ফি আদায় এবং সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযানের ফি নির্ধারণ;
১৩. গণপরিবহণের ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন;
১৪. যে কোন এলাকা বা অধিক্ষেত্রের মধ্যে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযান ও গণপরিবহণের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;
১৫. উপরি-উক্ত কোন বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন কাজ; এবং
১৬. সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো আইন, বিধি, প্রবিধান দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
২০২৪ সাল নাগাদ ২৫ দিনের মধ্যে মোটরযানের ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট ইস্যু এবং ০১ দিনের মধ্যে ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু	ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময়	দিন দিন	৪৫	৪০ ৩	৩৫ ২	৩০ ১	২৫ ১		বার্ষিক প্রতিবেদন ও ডিআরসি সিস্টেম জেনারেটেট রিপোর্ট
	নবায়নকৃত মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য গৃহীত সময়								বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিএসপি সিস্টেম জেনারেটেট রিপোর্ট
২০২৪ সালের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১০% এ উন্নীত	ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায়ের প্রবৃদ্ধি (২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায়)	%			৬.৭	৮	১০	ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অনলাইন ট্যাক্স কালেকশন রিপোর্ট

সেকশন ৩
কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কার্মসম্পাদন সূচক	গননা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১] মোটরযান ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন	২৫	[১.১] স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স মুদ্রণ ও বিতরণ	[১.১.১] স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স মুদ্রণ	সমষ্টি	সংখ্যা (লক্ষ)	৫			৪.০	৩.৮	৩.৬	৩.৪	৩.২	৪.৫	৫.০
			[১.১.২] স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ	সমষ্টি	সংখ্যা (লক্ষ)	৪			৩.০	২.৮	২.৭	২.৬	২.৫	৩.৫	৪.০
		[১.২] মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু	[১.২.১] ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময়	গড়	দিন	৪	৪৫	৪০	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৩০	২৫
		[১.৩] মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়ন	[১.৩.১] এপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে ফিটনেস নবায়ন পদ্ধতি চালুকৃত মেট্রো/জেলা সার্কেল	সমষ্টি	সংখ্যা	৪		৪	১০	৯	৮	৭	৬	১৫	২০
			[১.৩.২] নবায়নকৃত মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য গৃহীত সময়	গড়	দিন	৪		৩	২	১				১	১
		[১.৪] মোটরযানের নথিসমূহের ডিজিটাল আর্কাইভকরণ	[১.৪.১] আর্কাইভকৃত পৃষ্ঠার সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা (লক্ষ)	৪		৭০	৯০	৮৫	৮২	৭৭	৭৫	১৫০	

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গননা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[২] সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ	২৫	[২.১] পেশাদার চালকদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষন প্রদান	[২.১.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত [রিফ্রেশার] পেশাদার চালক	সমষ্টি	সংখ্যা (হাজার)	৫	৭৫	৮০	৬০	৫৮	৫৫	৫২	৫০	৬৫	৭০
		[২.২] জনসচেতনতা সৃষ্টি	[২.২.১] সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনার	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	১৫০	৭০	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০	১০০	১৪০
			[২.২.২] সেবা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	সমষ্টি	সংখ্যা	৪			৬	৫	৪			৭	৮
			[২.২.৩] সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারকৃত জনসচেতনতামূলক অডিও/ভিডিও	সমষ্টি	সংখ্যা	৪			৪	৩	২			৫	৬
		[২.৩] মোবাইলকোর্ট পরিচালনা	[২.৩.১] পরিচালিত অভিযান	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৩১৬৩	১৬০০	১৭০০	১৬৮০	১৬৬০	৬৪০	১৬০০	১৭৫০	১৮০০
			[২.৩.২] রুজুকৃত মামলা	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	২১৩৫২	১২০০০	১৩০০০	১২৭০০	১২৫০০	১২৩০০	১২০০০	১৩৫০০	১৪০০০
[৩] রাজস্ব আদায়	১০	[৩.১] মোটরযান কর ও ফি আদায়	[৩.১.১] ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায়ের প্রবৃদ্ধি (২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায়)	গড়	%	৫			৬.৭	৫.৩	৩.৩	২		৮	১০
		[৩.২] মোবাইলকোর্ট	[৩.২.১] মোবাইল কোর্ট হতে প্রাপ্ত জরিমানার অর্থ	সমষ্টি	টাকা (লক্ষ)	৫			২০০	১৯০	১৮০	১৭০	১৬০	২২০	২৫০

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কার্মসম্পাদন সূচক	গননা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[৪] বিআরটিএ'র সেবার মান উন্নয়ন	১০	[৪.১] গণশুনাণী	[৪.১.১] অনুষ্ঠিত গনশুনানী	সমষ্টি	সংখ্যা	৪			৩	২				৪	৪
		[৪.২] সেবার মান উন্নয়নে কমকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.২.১] কমকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনকৃত	তারিখ	তারিখ	৩	৩০.০৫.২২	১০.০৬.২২	২০.০৬.২২	২৩.০৬.২২	২৭.০৬.২১	৩০.০৬.২১			
		[৪.৩] সমসাময়িক বিষয়ে বিশেষ লানিং সেশন আয়োজন	[৪.৩.১] সমসাময়িক বিষয়ে আয়োজিত বিশেষ লানিং সেশন	সংখ্যা	সংখ্যা	৩			৩	২	১			৪	৫

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কার্মসম্পাদন সূচক	গননা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
[১] সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
		[১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত		প্রাপ্ত নম্বর	১০									
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার বাস্তবায়িত		প্রাপ্ত নম্বর	৪									
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবাযন	[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত		প্রাপ্ত নম্বর	৩									
		[১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবাযন	[১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত		প্রাপ্ত নম্বর	৩									

স্বাক্ষরিতঃ

....

চেয়ারম্যান তারিখ

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

....

সচিব তারিখ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন

ও সেতু মন্ত্রণালয়